হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 12, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, December 2017

ঐ সময় হইতে স্মৃতিকারেরা সর্বদাই 'ইহা কর, উহা করিও না' ইত্যাদি-রূপে লোককে বিধিনিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'কেন এই কাজ করিতে হইবে? কেন ইহা করিব না?' বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাঁহারা কখনই দেন নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া বড়ই অনিষ্টকর— ইহাতে যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া লোকের ঘাড়ে কতকগুলি অনর্থের বোঝা চাপানো হয় মাত্র।—স্বামী বিবেকানন্দ (বাণী ও রচনা)

আসামে শিলচরে প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে
বিশাল জনসভা হিন্দু সংহতির

গত শনিবার, ২রা ডিসেম্বর হিন্দু সংহতির আসামে প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হলো শিলচরের নরসিংটোলা ময়দানে। এই অনুষ্ঠানে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকেরা বিশাল সংখ্যায় যোগদান করেন। প্রথমে সংগঠনের কর্মীরা হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী তপন ঘোষ ও হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্যকে বিশাল বাইক মিছিল করে সভাস্থলে নিয়ে আসে। হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী তপন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে আসামের হিন্দু জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ''আসামে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আছে বলে মোটেই নিরাপদ নয় বরাক উপত্যকাসহ আসামের হিন্দুরা। কারণ সারা পূর্ব ভারতে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে হিন্দুরা। জিহাদী ইসলামিক শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান জনবিন্যাস হলো এই বিপদের মূল কারণ।'' তিনি আরো বলেন, ''বরাক উপত্যকায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু। তাই শান্তির গান গেয়ে দিন কাটানো একদম ঠিক নয়। ভারতকে দ্বিখন্ডিত করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছিনিয়ে নিয়েছে মুসলিমরা। এখন যদি আসামের হিন্দুরা সচেতন না হয়, তবে কাছাড় উপত্যকাসহ আসাম থেকে বিতাড়িত হতে হবে হিন্দুদের।''

বিদেশী বিতাড়ন নিয়ে আসাম সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানান তপন ঘোষ। হিন্দু সংহতি যে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন তাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন তিনি।

হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''জিহাদের মূল কারণ হলো ধর্মীয় শিক্ষা। এদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে শুকনো কথায় চিড়ে ভিজবে না। চাই মাসল পাওয়ার।'' এছাড়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি দেবদত্ত মাজি ও প্রসূন মৈত্র। এছাড়া এই দিন সভায় বক্তব্য রাখেন আসামের হিন্দু সংহতির নেতা সঞ্জীব নাথ, পিঙ্কু দেব, পান্তু চন্দ প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গে আক্রান্ত সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানার অন্তর্গত এক অখ্যাত গ্রাম - দোল গ্রাম। এখানে হিন্দু-মুসলিমের বাস সমান-সমান। চারদিকে মুসলিম গ্রাম পরিবেষ্টিত, মাঝে শ'খানেক হিন্দু নমঃশূদ্র পরিবার নিয়ে গঠিত এই দোল গ্রাম। স্বাভাবিকভাবেই তারা জেহাদি আগ্রাসনের মুখে। মন্দিরের পার্শ্ববর্তী জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মন্দিরসহ বাসগৃহের যাতায়াতের রাস্তা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দিয়েছে এলাকার মুসলিমরা। গ্রামের মুখ্য প্রবেশদ্বারে গাছ লাগিয়ে পথ আটকে দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীদের এখন ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

শুধু তাই নয় - স্থানীয় মুসলিমরা সামাজিকভাবে বয়কট করেছে দোল গ্রামের হিন্দুদের। এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় বেশিরভাগ পাম্পসেট, হাল-লাঙল, ট্রাকটর, ইঞ্জিন ভ্যান(স্থানীয় ভাষায় ভুটভুটি), দোকান-পাট ইত্যাদি মুসলিম মালিকানায় যা তারা হিন্দুদের ব্যবহার করতে দেয় না। ফলতঃ খুবই অসুবিধায় পড়েছে ওই শ'খানেক হিন্দু পরিবার। এমনকি রাস্তা দিয়ে তাদের মেয়েরা একা

শেষাংশ ২ পাতায়

বাসন্তীতে কাশেম সিদ্দিকীর সভার পর
হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ, শক্তহাতে প্রতিরোধ হিন্দুদের

গত ১২ই নভেম্বর, রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার অন্তর্গত শিবগঞ্জে রোহিঙ্গাদের সমর্থনে মুসলিমদের একটি সভা ছিল। সেই সভায় বক্তা ছিলেন ফুরফুরা শরীফের ছোট হুজুর মাওলানা কাশেম সিদ্দিকী। সভা সেরে ফেরার পথে পালবাড়ির মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাশেম সিদ্দিকী ও তার লোকজন বিস্কুট, জল কেনেন। ওখানে এক কথায়-দুকথায় কাশেম সিদ্দিকী হিন্দুদেরকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেন। এমনকি স্থানীয়রা জানিয়েছেন কাশেম সিদ্দিকীর সাথে থাকা একজন হিন্দু দেব-দেবীকে নিয়ে খারাপ কথা বলেন। ওখানে থাকা হিন্দুরা তার প্রতিবাদ করলে উভয় পক্ষের বচসা শুরু হয়, যা শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। কাশেম সিদ্দিকীর সঙ্গে থাকা লোকেরা তখন ফোন করে অন্য মুসলিমদের ডাকেন। কিছুক্ষণের মধে ওখানে প্রায় ১৫-২০টি মোটর ভ্যান, ম্যাজিক গাড়ি করে প্রচুর মুসলিম হাজির হয়। তারা ওখানে থাকা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু এলাকার হিন্দুরা পাল্টা দিতে শুরু করে। হিন্দুদের মারে বাইরে থেকে আসা মুসলিমরা মোটর ভ্যান, গাড়ি, ফেলে পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে কিছুটা দূরে হিন্দুদের দোকান, বাড়ি ভাঙচুর করা শুরু করে। বাসন্তীর কালীবটতলা মোড়ের কাছে অরূপ সর্দারের বাড়ি লুঠ করে এবং তার বাড়িরই শিব-দুর্গা ঠাকুরের মন্দির ভাঙচুর চালায় মুসলিমরা। কিছুটা দূরে সোনাখালীর ৬নং হাইস্কুলের কাছে গোপাল মন্ডলের ভূষিমালের দোকান লুঠ করে, পলাশ মন্ডলের সারের দোকান, গণেশ মন্ডলের কাপড়ের দোকান ইত্যাদি লুঠ হয়। হিন্দু সংহতির স্থানীয় প্রমুখ কর্মী স্বপন মন্ডলের বাড়িতে হামলা চালায় স্থানীয় মুসলিম জনতা এবং তার মোটর বাইক নিয়ে চলে যায় তারা। হিন্দুরাও প্রতিবাদে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের মারে আক্রমণকারী মুসলিমরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। অনেক মুসলিম আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। পুলিশ কুলতলী বাজার থেকে কালিপদ সর্দার নামের একজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করেছে।

হুগলী জেলার মালিয়াতে হিন্দু সংহতির
দশম বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো

গত ২৫-২৬ নভেম্বর, হুগলী জেলার অন্তর্গত মালিয়ার শ্রী কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে হিন্দু সংহতির দশম বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলার ৪০০জন প্রমুখ কর্মী অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিন ২৫শে নভেম্বর, ওঙ্কার ধ্বনির মাধ্যমে বৈঠকের সূচনা হয়। প্রথমেই উদ্বোধনী ভাষণ দেন হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। এরপর হিন্দু সংহতির নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয় হিন্দু সংহতি কী ও কেন সেই বিষয়ে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে সংহতি কর্মীদের আশু কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। তিনি বলেন 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' - এই হোক সংহতি কর্মীদের মন্ত্র। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের আরও সক্রিয় হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। তারপর দুদিন ধরে এই বাংলার হিন্দুদের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ খোঁজা. হতে থাকে। প্রথম দিনের দ্বিতীয় পর্বের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। তাঁর বক্তব্যে তিনি হিন্দুদের প্রাচীন গর্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি হিন্দুদের গৌরবময় অতীতের সাহিত্য, বিজ্ঞান আর বীরত্বের কথা বলেন।

শেষাংশ ৪ পাতায়

হিন্দু সংহতি–র দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে
বিরাট হিন্দু সমাবেশে যোগ দিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী
কলকাতা চলুন

আমাদের কথা

জাত্যাভিমান আর স্বদেশপ্রেম জাতির বাঁচার মন্ত্র

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি ঘোষণা সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, জেরুজালেম ইসরাইলকে দিয়ে দিতে হবে। জেরুজালেম হবে ইসরাইলের রাজধানী।

এই ঘোষণায় সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ ক্ষুব্ধ। ইতিমধ্যে আরবসহ বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ (ইসলামের ধর্মীয় যুদ্ধ) ঘোষণা করে দিয়েছে। আরব বিশ্বের এই হুমকির সামনে কিন্তু ইসরাইল মাথা নোয়ায়নি। উল্টে সে দেশের প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যে মন্তব্য করেছেন তা পুরো বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছে। তিনি জেহাদিদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''যারা ইসরাইলকে হুমকি দিচ্ছেন তাদের জেনে রাখা উচিৎ ইসরাইলের ক্ষমতা বা পারদর্শিতার সম্বন্ধে। ইসরাইলের সঙ্গে লাগতে আসলে জিহাদি নামটাই পৃথিবী থেকে উঠে যাবে।'' তিনি আরও বলেন, জিহাদ করে যদি মনে করেন ইসরাইলের কিছু করতে পারবেন তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছেন। তিনি মুসলিমদের অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলেন। অতীতে ইসরাইল আর পুরো মুসলিম বিশ্বের ১৮বার যুদ্ধ হয়েছিল। প্রতিবারই মুসলিমদের অবস্থা হয়েছিল করুণ। একটা ইহুদীর জীবনের মূল্য হাজার হাজার মুসলমানের সমান। তাই ইহুদীর উপর যদি কোনো আক্রমণ হয় তাহলে সমগ্র ইসলামিক সমাজকে কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। উল্লেখ্য,২০০১ সালে ফিলিস্থিনিরা ২জন ইহুদীকে হত্যা করেছিল বলে ইসরাইল ফিলিস্থিনিদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল। মাত্র কয়েকঘন্টার আক্রমণে ফিলিস্থিনির প্রায় ২০ হাজার মানুষকে মেরে ফেলেছিল।

একেই বলে জাত্যাভিমান, দেশপ্রেম। আর এই দেশপ্রেমের জোরেই পৃথিবীতে সংখ্যালঘু হয়েও মাথা উঁচু করে বাঁচে ইহুদীরা। এই আলোচনাকে 'স্বদেশ সংহতি সংবাদ'-এর পাতায় অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয়টি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। এই স্বদেশপ্রেম যদি ভারতীয়দের মধ্যে অর্ধাংশও থাকত তাহলে ভেতরে-বাইরে ভারতকে এত বিপদের সম্মুখীন হতে হত না। পাকিস্তান-চীনের শত্রুতার কথা তো অজানা নয়, বাংলাদেশও ধীরে ধীরে ভারতের শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে তারা। আর পাকিস্তান, বাংলাদেশের বড়ো মদতদাতা আরব দুনিয়া। অর্থাৎ জেহাদি আক্রমণের কবল থেকে ভারত মুক্ত নয়। এখানেই ইসরাইল ও ভারতের সমস্যাটা এক। ইসরাইলের মতো ভারতেও তেরশো বছর আগে জেহাদি আক্রমণ হয়েছিল। ইহুদীরা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। আর ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশ জয় করেও জেহাদিরা এখানকার মূল জাতি হিন্দুদের বিতাড়িত করতে পারেনি। এর ফল হলো উল্টো। বিতাড়িত ইহুদীরা আঠারোশ বছর ধরে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছে। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে যুদ্ধ করে জেহাদিদের কাছ থেকে তা আদায়ও করেছে। কিন্তু ভারতে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বাস করার ফলে সময়ের সাথে হিন্দুরা তাদের রক্তাক্ত ইতিহাসকে ভুলে গেছে। মুসলমানদের বন্ধু বলে, ভাই বলে আপন করতে চেয়েছে। যদিও ধর্মীয় কারণে মুসলমানরা কোনোদিনই হিন্দুদের ভাই বলে, বন্ধু বলে মেনে নিতে পারে নি আর কোনোদিন পারবেও না। তাই সমস্যাটা চিরকালীন। যারা এদেশটাকে নিজের মাতৃভুমি বলে কল্পনা করে পারে না তাদের কাছে দেশপ্রেম আশা করাটাও অলীক কল্পনামাত্র। এরাই বিভাজনের রাজনীতির বড়ো মদতদাতা। বহু হিন্দু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে প্রলুব্ধ হয়ে এদের সব ষড়যন্ত্র জানা সত্ত্বেও মদত দিয়ে চলেছে। এর ফল হয়েছে কি? কাশ্মীর ভারতের একটি পঙ্গু রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও সংকটজনক। এর প্রধান কারণ ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম-এর(শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তির কথা বলছি না, আপামর ভারতবাসীর কথা বলছি) অভাব। এই কারণেই ভারত বহু শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মাথা উঁচু করে বিশ্বে দাঁড়াতে পারছে না। আর শুধু দেশপ্রেমকে হাতিয়ার করেই সামান্য সংখ্যক ইহুদী বিশ্বে মাথা উঁচু করে বাঁচছে। দেশনীতি রাজনীতির ঊর্দ্ধে, এটা আমরা আর কবে বুঝব।

১ম পাতার শেষাংশ

আক্রান্ত সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

বেরোতে সাহস পায় না।

গত ২রা ডিসেম্বর গ্রামবাসীদের আহ্বানে রাজা দেবনাথসহ কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট সদস্য স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীদের নিয়ে দোল গ্রাম পরিদর্শনে যান। একটি বোলেরো গাড়ি ও স্কুটি করে যান তারা। ফেরার পথে স্কুটিটিকে আটকায় সাদিকুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। এই সময়ে নবী দিবসের মিছিল এলাকায় এলে সংহতির দুই সদস্যকে প্রায় দেড় হাজার মুসলিম ঘিরে ধরে। সাদিকের কথায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাথি, ঘুষি, লাঠি, বাঁশ দিয়ে বেপরোয়া মারধোর শুরু হয়। ভেঙে দেওয়া হয় স্কুটিটি। বেশ কয়েকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে মিছিলের সঙ্গে থাকা পুলিশ এসে সংহতি কর্মীদের উদ্ধার করে। দুষ্কৃতীরা পুলিশের উপর চড়াও হলে একজন পুলিশ কর্মী আহত হয়। স্থানীয় কর্মী ও স্কুটির মালিক দিলীপ জানায়, পুলিশ সময় মতো না এলে তাদের প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল।

নাবালিকাকে ধর্ষণ ঃ অভিযুক্ত গ্রেফতার

হাওড়া জেলার ডোমজুড় অঞ্চলের উত্তর ঝাপরদহ গ্রামে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে রুক্মিণী পোদ্দার (নাম পরিবর্তিত, বয়স - ৪, পিতা - বিপিন পোদ্দার)-কে ধর্ষণ করলো এলাকারই যুবক জুমরাতি।

সূত্রের খবর, গত ১৪ই নভেম্বর বিপিনবাবু ও তার স্ত্রী যখন বাড়ি ছিলেন না তখন এলাকার জুমরাতি তাদের বাড়ি আসে। বিপিনবাবুর বড়ো মেয়ে স্কুলে গিয়েছিল। বাড়িতে ছিল ছোট্ট রুক্মিণী ও তার বোন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নরপশু জুমরাতি রুক্মিণীকে ধর্ষণ করে। মেয়েটি যন্ত্রণায় চিৎকার করলে অভিযুক্ত তাকে ফেলে পালায়। বাবা-মা ফিরে এলে রুক্মিণী তাদের সব কথা বলে। ডোমজুর থানায় অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে থানা কোন অভিযোগ নিতে চায় নি বলে রুক্মিণীর বাবা বিপিনবাবু জানান। এরপর তিনি এলাকার হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাদের চাপে অভিযুক্ত জুমরাতির বিরুদ্ধে ডোমজুড়ের থানা একটি অভিযোগ দায়ের করে এবং ওই দিন রাতেই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে। পরদিন হাওড়া কোর্টে তুললে অভিযুক্তকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি। বিপিন বাবুর দাবি, যেভাবে তার নাবালিকা কন্যার উপর অত্যাচার করা হয়েছে তাতে অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তিনি চান।

মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত সংহতি কর্মীর জামিন

মুসলিম আগ্রাসনের হাত থেকে এলাকাকে বাঁচাতে সঞ্জীত শর্মার নেতৃত্বে প্রতিবাদ- প্রতিরোধের পথে হাঁটতে শুরু করে সমুদ্রগড়ের হিন্দু সংহতির কর্মীরা। আর তাতেই ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে মুসলিম সমাজে। তাদের চাপে প্রশাসন গ্রেফতার করে সঞ্জীত শর্মা, শিবু রাজবংশী ও প্রতাপ সরদারকে। তাদের বিরুদ্ধে জাল নোট, বেআইনি অস্ত্র, মাদক পাচারের মতো মিথ্যা মামলা করা হয়। চলে প্রশাসনের সঙ্গে হিন্দু সংহতির টানাপোড়েন। দীর্ঘ ছয় মাস জেল খাটার পর গত ৪ঠা ডিসেম্বর জামিন পায় তিন হিন্দু বীর যোদ্ধা কিন্তু জামিন হলেও তারা কারাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়নি। ৫ই ডিসেম্বর ওই তিনজনের নামে আর একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব মুসলমানদের খুশি করতে লাগাতার হিন্দু বিরোধী আচরণ করে চলেছে

কালিয়াচকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক্রামুল শেখ

ফের মালদহ থেকে নতুন ২০০০ নোটের প্রায় ১০ লক্ষ টাকার জালনোট বাজেয়াপ্ত হল। গত ৭ই নভেম্বর, মঙ্গলবার ভোররাতে মালদহের কালিয়াচকের আইটিআই মোড় থেকে বিএসএফ এক ব্যক্তিকে ওই জালনোটসহ আটক করে। ধৃতের কাছ থেকে ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার জালনোট বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কালিয়াচকের চরিঅনন্তপুরের বাসিন্দা ধৃতের নাম এক্রামুল শেখ। তার অর্ন্তবাসের ভিতরে চারটি বান্ডিলে নোটগুলি লুকানো ছিল। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নোটগুলি বাংলাদেশ হয়ে আসা সর্বাধুনিক গুণমানের। এর আগে ফরাক্কা থেকে এই একই গুণমানের নোট ধরা পড়েছিল। সিরিজ সংখ্যাতে মিল আছে কি না তা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। বিএসএফের ডিআইজি (দক্ষিণবঙ্গ) আরপিএস জয়সওয়াল বলেন, ''ওই ব্যাক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু তথ্য মিলেছে। আমরা আটক ব্যাক্তিকে কালিয়াচক থানার হাতে তুলে দিয়েছি। ধৃতের কাছ থেকে ৪৮৫টি জাল দু'হাজারের নোট মিলেছে। এ নিয়ে নভেম্বর পর্যন্ত আমরা ৫৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছি''।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতেই বিএসএফের কাছে জালনোটের চোরাচালান নিয়ে খবর আসে। সেই মোতাবেক তিনটি বাহিনী তৈরি করে একটিকে গোলাপগঞ্জ বাজার, একটিকে আইটিআই মোড় ও অন্যটিকে গোলাপগঞ্জ-কালিয়াচক লিংক রোডে মোতায়েন করা হয়। ভোরে আইটিআই মোড়ের দিকে মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তিকে বিএসএ ফ জওয়ানরা আসতে দেখে। তাকে দাঁড়াতে বললে সে পালানোর চেষ্টা করে। তখনই জওয়ানরা তাকে তাড়া করে ধরে ফেলে। ধৃতকে তল্লাশি চালিয়ে তার অন্তর্বাসের ভেতর থেকে চারটি নোটের বান্ডিল উদ্ধার হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া নোটগুলি উন্নতমানের। বস্তুত সর্বশেষ যে প্রায় নিখুঁত গুণমানের নোট পাচারকারীরা বাজারে ছেড়েছিল এদিনের নোট সেই গোত্রেরই।

খাস জমিতে সংখ্যালঘু কমিউনিটি হল ঃ্ন বাধা দিল আমতাবাসী

আমতার গগন মোড় অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের জন্য একটি কমিউনিটি হল তৈরি হচ্ছিল। আমতা ১নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বিএলআরও অফিসের কাছে সরকারি জায়গায় এই হলটি নির্মাণের পরিকল্পনা হয়। কিন্তু খবরটি জানাজানি হতেই সংখ্যালঘু কমিউনিটি হল তৈরিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। গণেশ সাঁতরা, সুভাষ মালিক, কৃষ্ণেন্দু দলুই এবং মথুর গায়েনের নেতৃত্বে এক-দেড় হাজার মানুষ এই বিক্ষোভে সামিল হয়। তাদের দাবি, অঞ্চলটি সম্পূর্ণ অমুসলিম। সেখানে কেন শুধু মাত্র সংখ্যালঘুদের জন্য কমিউনিটি হল তৈরি হবে? যদি হল নির্মাণ করতে হয় তবে সর্বসাধারণের জন্য করা হোক। সাধারণ মানুষের আবেগ এবং বিক্ষোভ আন্দোলনের ফলে কমিউনিটি হলের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

বুনিয়াদপুরে মসজিদে মাইক লাগানো নিয়ে বিবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরের আলিগারা গ্রামে মসজিদে মাইক লাগানো নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ঐ মসজিদে কখনোই মাইক ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ডামাডোলের সুবাদে স্থানীয় মুসলিমরা বহিরাগতদের সাহায্যে মসজিদে মাইক লাগানোর উদ্যোগ নেয়। এই নিয়ে গত একমাস ধরে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে চাপানউতোর চলছিল। ১১ই ডিসেম্বর মসজিদে মাইক লাগতে গেলে গ্রামবাসীদের সহায়তায় হিন্দু সংহতির ছেলেরা তাতে বাধা দেয়। এই নিয়ে উত্তেজনা চরমে পৌঁছনোয় শেষ পর্যন্ত মসজিদ কতৃপক্ষ মাইক লাগাতে পারেনি।

কোটি টাকার হেরোইন সমেত গ্রেপ্তার

ক্রেতা সেজে এক কোটি টাকার হেরোইন সমেত দু'জনকে গ্রেপ্তার করল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার রাতে বাসুদেবপুর বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে ওই হেরোইন কারবারিদের পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের নাম মহম্মদ মজিবুর রহমান ও আনিকুল ইসলাম ওরফে সাদিকুল ইসলাম। দু'জনেরই বাড়ি লালগোলা এলাকায়। ধৃতদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্রের যোগাযোগ আছে বলেই পুলিশের সন্দেহ। বৃহস্পতিবার জেলার বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের সাতদিন পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সুপার মুকেশ কুমার বলেন, ''ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা জানার চেষ্টা চলছে।'' বাসুদেবপুর বাসস্ট্যান্ড চত্বরে জাল বিছিয়ে রেখেছিল পুলিশ। গত ৮ই নভেম্বর, বুধবার রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ বাস থেকে নামতেই মজিবুর ও আনিকুলকে ধরা হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন সামশেরগঞ্জ থানার ওসি অমিত ভকত। থানার এক অফিসার বলেন, ''কয়েকদিন আগে গোপনভাবে ধৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং হেরোইন কেনার জন্য ধৃতদের ৩০ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। কথা মতো হেরোইন কা রবারিরা দু'টি বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসে। সেখানে মোতায়েন সাদা পোশাকের এক পুলিশ অফিসারের কাছে যায় ওই কারবারিরা। তারা হেরোইনের নমুনা দেখিয়ে বাকি টাকা দাবি করে। তখন তাদের ঘিরে ধরে অন্য পুলিশ অফিসাররা। ধৃতদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ১কেজি ৩৫০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১কোটি টাকা।

জিন্না যশোবন্ত আদবানি পাকিস্তান

তপন ঘোষ

বিজেপি নেতা, ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যশোবন্ত সিং, জয়চাঁদ-মানসিং-এর বংশধর, বই লিখলেন, নাম ''জিন্না ঃ ইন্ডিয়া-পার্টিশন-ইন্ডিপেন্ডন্স''। ৫৯৩ পাতার এই বইয়ের মূল বক্তব্য হল-'জিন্না ভারত বিভাগের জন্য দায়ী নয়। জিন্না কাঠমোল্লা ছিল না, সে শুয়োর খেত, নমাজ পড়ত না, লুঙ্গি পরত না, উর্দু জানত না। সুতরাং সে সেকুলার ছিল। ভারত বিভাগের জন্য প্রধান দায়ী নেহেরু ও প্যাটেল, এবং অনেকটা গান্ধী।' বইটা ঘটা করে উদ্বোধন হল। প্যাটেলকে দায়ী করায় বিজেপি ও সংঘ পরিবারের লোকেরা খেপে গেল। নেহেরু গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করায় কংগ্রেস ক্রুদ্ধ। পরপর দুবার লোকসভা নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিজেপি-তে চলছিল পরস্পরকে দোষারোপের পালা। পরাজয়ের জন্য অভিযোগের কাঠগড়ায় যারা দাঁড়িয়েছিল, অথাৎ বিজেপি-র বর্তমান নেতৃত্ব আদবানি, রাজনাথ, অরুণ জেটলি, (মনে রাখতে হবে এরাই নির্বাচন পরিচালনা করেছিলেন, এবং তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন)— এরা পেয়ে গেলেন সুবর্ণ সুযোগ। লাগাতার পরাজয়ের ব্যর্থতা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে এক কোপে পাঁঠা কাটা। কোন শো-কজ পর্যন্ত না করে যশোবন্ত সিংকে দল থেকে একেবারে বহিস্কার। যশোবন্ত ভারতে হলেন বলির পাঁঠা। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে হয়ে গেলেন মহান শহীদ। পাকিস্তানে আওয়াজ উঠল-আরে কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ! পাকিস্তানের জন্মদাতা বাপ জিন্নাকে কাফের হিন্দুরা তো নরঘাতক রাক্ষস মনে করে। আর দেখ, আমাদের জস্‌সু ভাইয়া কায়েদ্‌-এ- আজম্‌কে সম্মান, স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছে। ভারত ভাগের জন্য কায়েদ-এ- আজম্‌কে দায়ী করেনি। ভারতে বইটার দাম ৬৫০ টাকা, পাকিস্তানে ১৫০০ টাকা (পাকিস্তানী)। ইসলামাবাদ ও করাচীতে হু হু করে পেঙ্গুইনের (বইটার প্রকাশক) দোকান থেকে বইটা বিক্রি হতে লাগল। পুস্তক ব্যবসায়ীরা বলল, গত ৩০ বছরে কোন বইয়ের এরকম বিক্রি হয়নি। যশোবন্ত সিংকে তারা আমন্ত্রণ করল সম্বর্ধনা ও 'বুক সাইনিং সেশন'-এর জন্য। প্রকাশক বলল, কোন রকমে ৫০০ বই বাঁচিয়ে রেখেছে বুক সাইনিং সেশন-এর জন্য, যশোবন্ত দোকানে বসে নিজে হাতে স্বাক্ষর করে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেবেন। ইসলামাবাদে প্রকাশকের কথায়—মুহূর্তের মধ্যে সব বই বিক্রি হয়ে যাবে। আরও বইয়ের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানে জস্‌সু ভাইয়ার উদ্দেশ্য কাওয়ালি গান লেখা হয়ে গেল। বিখ্যাত কাওয়ালি গায়ক বাঁকে মিয়াঁর গলায় পাকিস্তান টিভিতে সেই কাওয়ালির সম্প্রচার হচ্ছে-''কোই তো হ্যায় যো ওঁহা হামারে তরানে গা রহা হ্যায়, হামারে বাদোঁ কো ওঁহা ইয়াদ কিয়া যা রহা হ্যায়, নাম হ্যায় উস্‌কা যশোবন্ত সিং, আউর ফ্যান হ্যায় ওহ্‌ কায়েদ্‌-এ-আজমকা। তো জস্‌সু ভাইয়া, আপ তো অব জরা বাঁকে মিয়া কি আকে কাওয়ালি সুন্‌ লে, আউর আপ্‌নে আপ্‌নে নাম কি ২১ গাঁনো(বন্দুক) কি সালামি সুন্‌ লে''। মনে হচ্ছে এরপর যশোবন্ত পাকিস্তানে ভোটে দাঁড়ালে জারদারি-গিলানিরা হেরে ভূত হয়ে যাবে।

সকলের মনেই প্রশ্ন উঠবে, হঠাৎ যশোবন্তের এই জিন্না প্রেম কেন? এটা রক্তধারা নাকি অন্য কোন কারণ বলা কঠিন। কিন্তু, জিন্না সেকুলার ছিল, ইতিহাস পুরুষ ছিল—এ কথা তো আদবানিও বলেছেন। তিনি পাকিস্তানে গিয়ে কায়েদ্‌- এ-আজম্‌ সংগ্রশালা পরিদর্শন করে সেখানে মন্তব্যের খাতায় একথা লিখে দিয়ে এসেছেন। এবং আজও সে বক্তব্য তিনি প্রত্যাহার করেন নি। আর. এস. এসের প্রাক্তন সরকার্যবাহ এচ. ভি. শেষাদ্রিও তাঁর 'ট্র্যাজিক স্টোরি অব পার্টিশান' বইতে দেশভাগের জন্য জিন্নাকেই একমাত্র দায়ী করেননি। তিনিও গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল ও বৃটিশকে দায়ী করেছেন।

তাহলে সত্যটা কি? দেশভাগের জন্য জিন্না দায়ী, না দায়ী নয়? গান্ধী নেহেরু, প্যাটেল-এরাই কি দেশভাগের জন্য দায়ী? নাকি এরা সবাই আংশিক দায়ী? শুধুই বৃটিশ দায়ী? জিন্না কি সত্যি সেকুলার ছিল? গান্ধীর অবহেলা (১৯২০ সালে অসহযোগ ও খিলাফতে গান্ধী

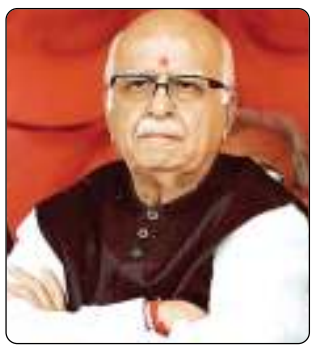

আধুনিক মনস্ক জিন্নাকে গুরুত্ব না দিয়ে কাঠমোল্লা মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন) এবং নেহেরু-প্যাটেলদের ক্ষমতালিপ্সাই কি আধুনিকপ্রগতিশীল জিন্নাকে ইসলামিক মৌলবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল? এই প্রশ্নগুলি যশোবন্তের ওই বইটিকে উপলক্ষ্য করে নতুন করে উঠে এল। এটা ভাল হল। এ জন্য যশোবন্তকে ধন্যবাদ।

এখন এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা যাক। বিখ্যাত পাকিস্তানী ঐতিহাসিক আয়েষা জালাল, যিনি বর্তমানে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এতবড় একটা দেশকে মাত্র একটা মানুষ ভেঙে দিল-এটা কি সম্ভব? সঠিক প্রশ্ন। এতবড় দেশকে জিন্না একা ভাঙতে পারে না। তাহলে বৃটিশ ভেঙে দিল! হ্যাঁ, নিশ্চয় বৃটিশ ভেঙে দিল। কিন্তু ভাঙতে পারল কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের অনুগামী, কংগ্রেসী, আধুনিক ব্যারিস্টার জিন্নার ভারতঘাতক জিন্নাতে রূপান্তরের রহস্য। এ কথা ঠিক যে জিন্না কাঠমোল্লা ছিল না। আদবানি যশোবন্তরা জিন্নাকে সেকুলার বললেন। একথা অনেকটাই ঠিক। কিন্তু তার পরের কথাটা, অর্থাৎ ভারত বিভাগের জন্য জিন্না দায়ী নয়, এটা হল অর্ধসত্য। আর অর্ধসত্য হল মিথ্যার থেকেও ভয়ংকর, ক্ষতিকর! তাহলে পুরো সত্যটা কী? যেহেতু আমার কোন রাজনৈতিক স্বার্থ নেই, তাই পুরো সত্যটা আমি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

সত্য হল এই—জিন্না পাকিস্তান তৈরী করেনি, পাকিস্তান জিন্নাকে তৈরী করেছে। জিন্না ভারত ভাঙেনি। ইসলাম ভারতকে ভেঙেছে। জিন্নার নিজের কথায়, 'যেদিন ভারতে প্রথম ব্যক্তিটি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সেদিনই ভারতে পাকিস্তানের বীজ পোঁতা হয়েছে।' জিন্নার নিজের কথায় (যখন কংগ্রেস পাকিস্তানের দাবী অস্বীকার করছিল) 'একটা চিতাবাঘের ছানাকে বন থেকে তুলে আনা যায়, কিন্তু তার মন থেকে বনকে মুছে ফেলা যায় না। তোমরা (কংগ্রেস বা হিন্দুরা) আজ পাকিস্তানের দাবী অস্বীকার করছ, কিন্তু ভারতে প্রতিটি মুসলমানের মনে যে পাকিস্তান আছে, তাকে তোমরা মুছে ফেলতে পারবে না।' [সূত্র ঃ-মিনিং অফ্‌ পাকিস্তান, লেখক-এফ এ. খান দুরানী]

অর্থাৎ, ভারতে প্রতিটি মুসলমানের মনে পাকিস্তানের স্বপ্ন ছিল, বাসনা ছিল, কামনা ছিল। সেই স্বপ্ন, বাসনা, কামনা জিন্না তৈরী করেনি। সেগুলো বীজ আকারে ছিল। তা তৈরী করেছে ইসলাম। প্রতিটি মুসলমানকে ছোটবেলা থেকে দারুল ইসলামের স্বপ্ন দেখিয়েছে। সমগ্র বিশ্বে দারুল ইসলাম (ইসলামের রাজত্ব, শরীয়তের শাসন) স্থাপন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, পবিত্র কর্তব্য-এটা শিখিয়েছে। ইসলামের এই মূল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের ইতিহাস। এদেশে মুসলমান নবাব বাদশারা সাড়ে পাঁচশ (১১৯২-১৭৫৭) বছর রাজত্ব করেছে। তারপর ইংরেজরা এসে ছলে বলে কৌশলে দেশটা দখল করেছে। সুতরাং এটা ওদের (মুসলমানদের) পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পত্তি। তাই ওরাই এর ন্যায্য দাবীদার। 'পাকিস্তান' শব্দটা তো বেশী পুরনো নয়। ৩০-এর দশকে রহমৎ আলি লন্ডনে বসে এই শব্দটা তৈরী করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা ভারতের সব মুসলমানের মনে ধরে গেল। কি করে গেল? পাক্‌-ই-স্তান(উর্দু শব্দ) মানে পবিত্র স্থান। তাহলে কি ভারতটা ওদের কাছে পবিত্র নয়? যে মাটিতে ওদের পিতৃ-পিতামহের জন্ম, যে মাটির অন্ন জলে ওদের শরীরের রক্ত মাংস তৈরী হয়েছে, যে মাটিতে ওরা ভূমিষ্ঠ হয়েছে-সে মাটি ওদের কাছে প্রিয় নয়, পবিত্র নয়? তাহলে কি এটা ওদের কাছে অপবিত্র? তাই একটা আলাদা করে করে পবিত্র স্থান চাই? হ্যাঁ, এটাই ঠিক। ওরা তাই চায়। তাই তো 'পাকিস্তান' শব্দটা পাওয়া মাত্র ওরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করল।

এই যে জন্মস্থানকে শ্রদ্ধা না করা, জন্মভুমির প্রতি আনুগত্য না রাখা-ওদেরকে কে শিখিয়েছে? জিন্না? না, জিন্না নয়। এ শিক্ষা ওদেরকে দিয়েছে ইসলাম। শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানকে এই শিক্ষা আজও দিয়ে চলেছে ইসলাম। তাই চেচ্‌নিয়া ও ও জিন্‌জিয়াং রাশিয়া ও চীনের শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওখানে তো জিন্না নেই, তাহলে?

অর্থাৎ, পাকিস্তান তৈরীর জন্য মুসলমানদের মনে উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল। সেই ক্ষেত্রে গান্ধী নেহেরু সুরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনরা দেশপ্রেম দেশভক্তির চাষ করার অনেক চেষ্টা করেছেন। তাঁদের চেষ্টার আন্তরিকতার ত্রুটি ছিল না। সেই চেষ্টার জন্য অনেক মূল্য তাঁরা দিয়েছেন এবং হিন্দু সমাজকেও দিতে বাধ্য করেছেন। তা সত্ত্বেও ওই ক্ষেত্রে মুসলমানদের মনে দেশপ্রেমের ফসল ফলেনি। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে, কি অহিংস কি সহিংস, বাংলায় ৫৪ শতাংশ জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও একজনও মুসলমান শহীদ হয়নি। শত শত শহীদ হয়েছে যুক্ত বাংলার সংখ্যালঘু ৪৬ শতাংশ হিন্দুদের মধ্য থেকেই।

জিন্না প্রথমে কংগ্রেসে ছিল। আধুনিক প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু সে দেখল, গান্ধী নেহেরু প্যাটেল থাকতে কংগ্রেসে সে বড় নেতা হতে পারবে না। আর আধুনিক হয়ে, দেশপ্রেমিক হয়ে, জাতীয়তাবাদী হয়ে মুসলমানদের মধ্যে কল্কে পাওয়া যাবে না। তার পিছনে মুসলমানরা আসবে না। কারণ, মুসলিম মনে দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের চাষ করলে ফসল ফলে না। ওই মনে কোন্‌ চাষ করলে ফসল ফলে? তাহলে কোন্‌ চাষের জন্য ওই জমিন উর্বর? জিন্না বুঝতে পারলেন সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের চাষের জন্য ওই জমি সম্পূর্ণ উর্বর। ওই চাষ করলে ফলবে সোনা। সেই সোনার ফসলের জন্য জিন্না প্রলুব্ধ হল।

অর্থাৎ জিন্না পাকিস্তান তৈরী জন্য উর্বর জমি তৈরী করেনি। পাকিস্তানের জন্য তৈরী হয়ে থাকা জমির উর্বরতাই এককালে তিলকের অনুগামী জিন্নাকেপ্রলুব্ধ করে টেনে নিয়ে গেল ঐ বিচ্ছিন্নতাবাদের চাষের দিকে। ঐ উর্বর জমির লোভ কংগ্রেসী আধুনিক জিন্নাকে পাকিস্তান-আন্দোলনের নেতা সাম্প্রদায়িক জিন্নাতে পরিণত করল।

সুতরাং জিন্না একা ভারতকে ভাগ করেনি। ইসলাম ভারতকে ভাগ করেছে। ইসলামের অনুগামী ভারতের প্রতিটি মুসলমান ভারতকে ভাগ করেছে।

মুসলমানের পয়সা খাওয়া ঐতিহাসিক আর ভোটলোভী রাজনৈতিক নেতারা সত্যটাকে গুলিয়ে দিতে চায়। দুটো তথ্য এরা বলে না। (১) স্বাধীনতার আগে ১৯৪৬ সালে গোড়ায় অখন্ড ভারতে নির্বাচন হয়েছিল। ইস্যু ছিল একটাই। কংগ্রেসের দাবী অখন্ড ভারত, মুসলিম লীগের দাবী ভারত ভাগ করে পাকিস্তান। সেই নির্বাচনে সারা দেশের ৯২ শতাংশ মুসলমান ভারত ভাগের পক্ষে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল। অর্থাৎ, দেশ ভাগ—জিন্নার একার দাবী ছিল না। দেশের সমস্ত মুসলমানের দাবী ছিল। সুতরাং দেশভাগের জন্য জিন্না একা নয়, সমস্ত মুসলমানরা দায়ী-এটা ঐতিহাসিক সত্য। (২) ভারতের যে অংশ পাকিস্তান হওয়ার কথা নয়, অর্থাৎ, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র-এ সমস্ত জায়গায় মুসলমানরাও পাকিস্তানের পক্ষে, দেশভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছিল? কেন? তারা কি পাবে এতে? তাদের কি স্বার্থ? তাহলে পাকিস্তানের দাবী, পাকিস্তানের চাহিদা শুধু পাঞ্জাব, সিন্ধ, বাংলার মুসলমানের নয়! এ চাহিদা ভারতের সকল মুসলমানের। অর্থাৎ ইসলামের। তাই দেশভাগের জন্য শুধু জিন্না, সলিমুল্লা, সুরাবর্দী, মুজিবর রহমানেরা দায়ী নয়; সুদূর কেরল, মাদ্রাজের অতি সাধারণ মুসলমানও এর জন্য দায়ী। ঐ নির্বাচনের পরেই জিন্না আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলেছিল, 'আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করে দিলাম, পাকিস্তানের দাবী ভারতের কতিপয় মুসলমানের দাবী নয়। এ দাবী সমগ্র ভারতের সমস্ত মুসলমানের দাবী। আমরা আরও প্রমাণ করে দিলাম যে কংগ্রেস ও গান্ধী ভারতের মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করেনা। ভারতের আপামর মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি মুসলীম লীগ'। জিন্নার এই দুটি দাবীই সঠিক। এই ঐতিহাসিক সত্য যতদিন আমরা স্বীকার না করব, ততদিন ভারতের জাতীয় সংহতি মজবুত ভিত্তির উপরে স্থাপিত হবে না। ততদিন ভারতে অসংখ্য ছোট বড় কাশ্মীর তৈরী হতেই থাকবে। ততদিন ভারতমাতার অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরতেই থাকবে। ততদিন আমরা সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হব না।

কেরল মাদ্রাজ মহারাষ্ট্র বিহার আসাম পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে—সেদিন কেন তোমরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলে? যদি পাকিস্তান তোমাদের এতই কাম্য ছিল, তাহলে তোমরা পাকিস্তানে চলে গেলে না কেন? আজ কি তোমরা মনে কর যে সেদিন তোমরা ভুল করেছিলে? তাহলে তোমাদের মুখে আজও সেকথা শোনা যায় না কেন? তোমাদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতৃত্ব আজও সে কথা বলে না কেন? আজও তোমাদের ভারতমাতা বা বন্দে মাতরম্‌ বলতে দ্বিধা কেন? আজও কেন খেলায় পাকিস্তান জিতলে অনেক মুসলিম এলাকায় বাজি ফাটে? আজও কেন আসাম, কেরল, কাশ্মীর ও অনেক জায়গায় পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে?

আর যদি ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত তোমরা এখনও সঠিক বলে মনে কর, তাহলে তোমাদের ভারতে থাকার অধিকার নেই। তোমাদের পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত। আর যদি তোমরা মনে কর যে সেদিন তোমরা ভুল করেছিলে, তাহলে সেই ভুলের পরিণামে পাকিস্তানে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিহত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দুনারী ধর্ষিতা হয়েছে, কোটি কোটি হিন্দু-শিখ সর্বস্ব খুইয়ে রিফিউজী হয়েছে—তাদের কাছে তোমাদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত। এবং তোমাদের সমাজে গণভোট করে সেদিনকার ভুল স্বীকার করা উচিত। তা না হলে প্রতিটি ভারতবাসী মনে করবে যে তোমরা সুযোগ পেলেই আবার ভারতকে ভাঙবে, আবার পাকিস্তান তৈরী করবে।

সুতরাং ঐতিহাসিক সত্য হল যে, জিন্না পাকিস্তান তৈরী করেনি। ইসলাম পাকিস্তান তৈরী করেছে। ইসলামের প্রতিনিধি হয়ে ভারত ভাঙার ভূমিকা পালন করেছে সারা ভারতের ৯২ শতাংশ মুসলমান (যারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল), একা জিন্না নয়। জিন্না শুধু সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে। ভারতের মুসলমানের মনে বিচ্ছিন্নতাবাদের যে উর্বর জমি প্রস্তুত হয়ে ছিল, জিন্না তাতে সাম্প্রদায়িকতার চাষ করে পাকিস্তানের ফসল ফলিয়েছে। এটাই হচ্ছে পূর্ণ সত্য। আদবানি যশোবন্তরা যদি জিন্না প্রশস্তি গাইতে গিয়ে অর্ধেক সত্য না বলে পুরো সত্যটা বলতেন, তাহলে তাঁদের কাছে দেশ ও জাতি কৃতজ্ঞ থাকত। কিন্তু ভারতের রাজনীতিবিদদের কাছে সত্য বা পূর্ণ সত্য আশা করা যায় না। তাহলে দেশের এই দুর্দশা হ'ত না।

[পূনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৯]

শ্যামনগরে খ্রিস্টানিকরণ রুখতে গিয়ে ২কর্মী গ্রেপ্তার, জামিনে মুক্ত করালো হিন্দু সংহতি

ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত শ্যামনগরের। এলাকার হিন্দু সংহতির কর্মীদের কাছে খবর ছিল যে বেশ কিছু দিন ধরেই শ্যামনগর, ইছাপুর, প্রভৃতি এলাকায় হিন্দুদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে নানারকম বুজরুকি ও প্রলোভন দেখিয়ে। তা প্রতিরোধ করতে জনা দশেক হিন্দু সংহতি কর্মী গত ৪ঠা নভেম্বর ইছাপুর লকগেট এলাকায় যায়। ওখানে হিন্দুপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে হিন্দু সংহতি কর্মীরা জানতে পারে যে ইতিমধ্যে প্রায় ১৫-২০টি মতুয়া সম্প্রদায়ের হিন্দুকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এটাও জানা যায় যে এই কাজে এলাকার দুই স্থানীয় বাসিন্দা তপন বটা ও রতুল সরকার জড়িত। তখন হিন্দু সংহতি কর্মীরা ওই দুইজনের বাড়িতে যায় এবং তাদেরকে খ্রিস্টানিকরণ বন্ধ করতে বলে। তারপর হিন্দু সংহতি কর্মীরা যায় শ্যামনগরের অম্বিকাপল্লীতে এক খ্রিস্টান মহিলার বাড়িতে, যিনি এলাকার হিন্দু বালকদেরকে বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপারে বোঝাতেন। সেই মহিলাকেও সংহতি কর্মীরা এইসব কাজ করতে বারণ করেন। কিন্তু ওই মহিলা শ্যামনগর থানায় হিন্দু সংহতির পাঁচজন কর্মীর বিরুদ্ধে FIR দায়ের করেন। শ্যামনগর থানার পুলিশ ঐদিন রাত্রে দুইজন সংহতি কর্মী অসিত রায় ও সুকান্ত ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করে। এই দুইজন কর্মীকে হিন্দু সংহতির সহায়তায় ব্যারাকপুর কোর্ট থেকে জামিন করানো হয়। অপর তিনজন সংহতি কর্মীকে একইসঙ্গে আগাম জামিন করানো হয়। জেলফেরত কর্মীরা জানিয়েছে যে তারা আগামীদিনে সবরকম ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করবে।

রায়গঞ্জের দাঙ্গায় গ্রেপ্তার হওয়া হিন্দুদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনলো হিন্দু সংহতি

গত কুরবানী ঈদের পরের দিন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে আশেপাশের গ্রামগুলিতে পশুর কাটা মাথা ও রক্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর সেই নিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হয়। আর সেই সংঘর্ষে আক্রান্ত হিন্দুদের পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের প্রথম সারিতে ছিলেন হিন্দু সংহতির কর্মীরা। সেই দাঙ্গায় হিন্দু সংহতির কর্মী তরতাজা যুবক তোতন দাসের মৃত্যু হয়। সেই দাঙ্গার ঘটনায় রাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা হিন্দু সংহতির তিন কর্মী গ্রেপ্তার হয়। তাদেরকে গতকাল ১৩ই নভেম্বর জেল থেকে ছাড়িয়ে আনে হিন্দু সংহতি। তারা হল মানিক মহন্ত(৩৫), রতন সরকার(৩২) ও প্রবীর দাস। এই কর্মীরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে তাদের পরিবারের পাশে প্রথম থেকেই হিন্দু সংহতির দাঁড়িয়েছে। জেল থেকে বেরোনোর পর তিন কর্মীকে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা মালা পড়িয়ে স্বাগত জানায়।

পরলোকে হিন্দু সংহতি কর্মী পিন্টু ধলে

চলে গেলেন পিন্টু ধলে (পিতা কিংকর ধলে)। দীর্ঘদিন ধরে লিভারের অসুখে ভুগছিলেন তিনি। বেশ কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি করতেও হয়। কিন্তু সমস্ত চিকিৎসাকে ব্যর্থ করে গত ১৫ই নভেম্বর, বুধবার সকালে পিন্টু পরলোকগমন করেন।

হাওড়ার আমতা অঞ্চলের মাজুক্ষেত্রের বাসিন্দা পিন্টু দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সংহতির সঙ্গে যুক্ত। লড়াকু পিন্টুর দাপট ছিল এলাকায়। তার জন্যই আমতার ১০নং পোলে হিন্দু সংহতির কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ তারই জন্য এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনো অসামাজিক কাজ করতে সাহস পেতো না। তার মৃত্যুতে সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তপন ঘোষ, বর্তমান সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্যসহ কেন্দ্রিয় কমিটির সকল সদস্য শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়।

হিন্দুদের জমি দখলের চেষ্টা স্থানীয় টিএমসি নেতার

হাওড়া. জেলার উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বিষ্টুপুর-সলপ এলাকার দলুইপাড়া। পাড়ার পাশেই একটি সরকারি জমি ও মাঠ পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ওই পাড়ার হিন্দুদের পরিচালনায় ওই জমিতে শিব ঠাকুরের পূজা হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ওই জমির একপাশে একটি বাঁশের চালাঘর ও তার মধ্যে শিবলিঙ্গ ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে এক হিন্দু টিএমসি নেতার মদতে স্থানীয় কিছু টিএমসির কর্মী-সমর্থক ওখানে একটি দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করতে চাইছিলেন। এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ওই নেতার ঝামেলা বাধে এবং তিনি দলীয় অফিস নির্মাণের পরিকল্পনা থেকে পিছু হঠেন। কিন্তু তিনি গত ১৪ই নভেম্বর, মঙ্গলবার রাতে ১কিলোমিটার দূরের নারকেলতলার তৃণমূল সমর্থক মুসলিমদের সঙ্গে নিয়ে এসে ওই আটচালা ঘরটি ভেঙে দেন। স্থানীয় হিন্দুরা পুলিশকে এই ঘটনার খবর দিতে পুলিশ এসে শিবলিঙ্গটিকে নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে নিয়ে চলে যায়। স্থানীয় হিন্দুরা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। তারা ওই জায়গাতে পাকা মন্দির নির্মাণ করতে চায়। ওই স্থানীয় টিএমসি নেতা উলুবেড়িয়া থানায় ৬ জন হিন্দুর নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

হিন্দুর দান করা জমিতে বিএড কলেজকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করার চক্রান্ত

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার অর্ন্তগত বাতাসকুড়ি গ্রাম। এলাকাটি শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে। এলাকাতে একটি বিএড কলেজ তৈরির জন্যে স্থানীয় বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষিকা নয়নতারা দেবী প্রায় পাঁচ বিঘা জমি দান করেন ২০১৩ সালে। সেই সময় গ্রামবাসীদের ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটিও তৈরি হয়। ঠিক হয় নতুন কলেজের নাম হবে 'নয়নতারা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ'। কমিটির সভাপতি করা হয় পাশের ফুলবাড়ির ইয়াইয়া খানকে যিনি ফুলবাড়ির তাওহীদ মিশনের সভাপতি। তার তাওহীদ মিশনের অধীনে একটি মাদ্রাসা চলে ফুলবাড়িতে। সব ঠিকঠাক চলছিল। এমতাবস্থায় নয়নতারা দেবী ২০১৫ সালে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সে নিয়ে গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিল ইয়াইয়া খানের দিকে। কিন্তু সে সময় কিছু করা যায় নি। এরপর ২০১৬ সালে কলেজের নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু কলেজ চালু হলে দেখা যায় যে কলেজের নাম দেওয়া হয়েছে 'ফান্ডামেন্টাল ইনস্টিটিউট অফ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ'। তা নিয়ে গ্রামবাসীদের প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না, কারণ নয়নতারা দেবীর একমাত্র মেয়ে বিবাহিতা এবং তিনি গ্রামে থাকেন না। এই বছরের গোড়ার দিকেই কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। কিন্তু দেখা যায় যে তিনতলা কলেজের উপরতলায় মাদ্রাসার প্রায় ৪০জন ছাত্র থাকছে। এমনকি ওখানে নিয়ম মেনে পাঁচবার নামাজ পড়া হয় নিয়মিত। এ নিয়ে গ্রামবাসীরা আপত্তি তোলেন। গ্রামবাসীরাই যোগাযোগ করেন নয়নতারাদেবীব মেয়ের সঙ্গে। সবাই মিলে গত ১৯শে নভেম্বর, রবিবার কলেজে যান এবং কলেজে থাকা মাদ্রাসার ছাত্রদের বের করে দেন। তারপর গ্রামবাসীরা ইয়াইয়া খানকে ঘিরে ধরে কলেজের নাম পরিবর্তন কেন হল তা নিয়ে জবাবদিহি করেন। কিন্তু ইয়াইয়া খান কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। এমনকি মালিকানার অংশ নয়নতারা দেবীর মেয়েকে দেওয়া নিয়েও কাগজপত্র ঠিক ছিল না। তাই উত্তেজিত গ্রামবাসীরা কলেজে তালা ঝুলিয়ে দেন। তারা জানিয়েছেন যে এই কলেজটিকে একটি মাদ্রাসায় পরিণত করার চক্রান্ত করেছিলেন তাওহীদ মিশনের সভাপতি ইয়াইয়া খান। বর্তমানে কলেজটিতে তালা ঝোলানো রয়েছে এবং এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপারকে অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা ও নয়নতারা দেবীর একমাত্র কন্যা।

১ম পাতার শেষাংশ

মালিয়াতে হিন্দু সংহতির বার্ষিক বৈঠক

দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাধাকান্তানন্দজী মহারাজ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''যারা ধর্মরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে তিনি ভারতমায়ের বীর সন্তান বলে মনে করেন।'' তিনি বলেন, ''সমাজ রক্ষায় আজ গেরুয়াধারী সাধু-সন্তদেরও এগিয়ে আসতে হবে।'' হিন্দু সংহতির কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে মহারাজ বলেন, ''তিনি হিন্দু সংহতির পাশে ছিলেন এবং থাকবেন।'' এরপর হিন্দু সংহতির মুখপত্র 'স্বদেশ সংহতি সংবাদ'-এর সম্পাদক শ্রী সমীর গুহরায় পত্রিকার গুরুত্ব কর্মীদের সামনে তুলে ধরেন। প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ হিন্দু জেহাদী আক্রমণের শিকার হচ্ছে। অথচ দৈনিক পত্র-পত্রিকা বা টিভি নিউজ চ্যানেলগুলো তা দেখায় না। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'স্বদেশ সংহতি সংবাদ'-এ তা তুলে ধরা হয়। এই খবরগুলো সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পত্রিকার ব্যাপক প্রচারের কথা তিনি বলেন। এই পর্বে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জাতীয়তাবাদী লেখক অ্যাডভোকেট শান্তনু সিংহ হিন্দু সংহতির কর্মী শিবিরে উপস্থিত হন। তিনি আইন নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনের অন্তিম ভাষণ দেন তপন ঘোষ মহাশয়। তিনি সমস্ত হিন্দুকে ধর্ম রক্ষার এই লড়াইতে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। যোগদান যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, ধর্ম রক্ষার লড়াইতে অংশ নেওয়া আবশ্যক বলে তিনি জানান। এছাড়া এই বৈঠকে হিন্দু সংহতির নতুন প্রদেশ টিম গঠিত হয়। নতুন সম্পাদক হয়েছেন শ্রী সুন্দর গোপাল দাস, সহ সভাপতি হয়েছেন শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রী দেবদত্ত মাজি, শ্রী সমীর গুহরায়, শ্রী দেব চ্যাটার্জী ও উত্তরবঙ্গের লড়াকু সংহতি কর্মী ডাঃ তুষার সরকার। সহ সম্পাদক পদে আসীন হয়েছেন শ্রী সুজিত মাইতি ও শ্রী সৌরভ শাসমল। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন শ্রী সাগর হালদার। কার্যালয় সম্পাদক হয়েছেন শ্রী ঋদ্ধিমান ব্যানার্জী। প্রধান উপদেষ্টা পদ অলংকৃত করবেন শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। এছাড়াও উপদেষ্টা পদে নিয়োগ হয়েছেন শ্রী চিত্তরঞ্জন দে, শ্রী রাজীব সিং প্রমুখ।

চাইলেই পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করতে পারে ভারত ঃ মন্ত্রী

পাক অধিকৃত কাশ্মীর যদি ভারত ছিনিয়ে নেয় তাহলে কারও ক্ষমতা নেই আটকানোর। হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হংসরাজ আহিরের। তাঁর দাবি, আগের সরকারগুলির 'গাফিলতি'র কারণেই আজ কাশ্মীরের একটা অংশ ইসলামাবাদের দখলে। এখন ভারত চাইলেই তা পাকিস্তানের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে। এব্যাপারে কেউ কিছু করতে পারবে না।

হংসরাজ আহিরের হুঁশিয়ারির কারণ ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ফারুক আব্দুল্লার একটা বিস্ফোরক মন্তব্য। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কাশ্মীরের উরিতে একটি জনসভায় ফারুক আব্দুল্লা বলেন, আর কতদিন আমরা বলব যে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ? কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করেছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত নেবে। আমিও বলছি, দয়া করে নিন। আমরাও দেখতে চাই। সত্যিটা হলো, পাক অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানেরই অংশ। তারা সেটা কোনওভাবেই ফেরৎ দেবে না। শুধু তাই নয় পাকিস্তানকে দুর্বল ভাবলে ভুল হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর মতে, পাকিস্তান হাতে চুড়ি পরে বসে নেই। তাদের কাছেও পরমাণু অস্ত্র আছে। যুদ্ধে নামার আগে এটা মাথায় রাখতে হবে। কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে পাকিস্তানের হয়ে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। শাসক দল বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের হয়ে 'ওকালতি' করার অভিযোগ তুলেছে। নাম না করে ফারুক আব্দুল্লার বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী। নয়াদিল্লীতে তিনি বলেন, উনি যে ধরণের শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি বলছি পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। পূর্বের সরকারের ভুলের জন্যই কাশ্মীরের ওই অংশ আমাদের হাতছাড়া হয়েছে। যদি আমরা ফেরৎ নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে কেউ আটকাতে পারবে না। কারণ, এটা আমাদের অধিকার। তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে পাকিস্তানের কাছ থেকে কাশ্মীরের ওই অংশ ভারত ছিনিয়ে নিয়ে তবেই ছাড়বে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলী দেখে বিজেপির এই মন্ত্রীর কথাগুলোকে অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তারাপীঠ মন্দিরে সংস্কার শুরু, বরাদ্দ ৮ কোটি টাকা

প্রতিনিয়ত ভিড় বাড়লেও তারাপীঠের মা তারার মন্দির চত্বর অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় পুজো দিতে এসে ভিড়ে নাভিশ্বাস ওঠে পুণ্যার্থীদের। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মূল মন্দির অক্ষত রেখে মন্দির চত্বর সংস্কারের কাজ শুরু করল তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। টিআরডিএ-এর ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয়ে মন্দির চত্বরের পরিসর বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নানা সৌন্দর্যায়নের কাজও করা হবে। দূর থেকে ভক্তরা মায়ের গর্ভগৃহ দর্শন পাবেন। স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মন্দির চত্বরে বসে জপ ও হোম করতে পারবেন। মাটির তলায় থাকবে পুণ্যার্থীদের পুজো দেওয়ার লাইন। আন্ডার গ্রাউন্ডে বেশ কিছু দোকানও থাকবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ যেভাবে চলছে তাতে আগামী আবির্ভাব তিথি থেকে নবরূপ পাবে তারাপীঠ মন্দির। কথিত আছে, ১২২৫ সালে তারা মায়ের মন্দির তৈরি হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে চন্দ্রচূড় শিব, নারায়ণ, বিষ্ণু ও মায়ের বিশ্রাম মন্দির। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে নাট মন্দির। মায়ের ভোগ খাওয়ার দ্বিতল হল ঘর। এছাড়া ভক্তদের পুজো দেওয়ার জন্য লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় একাধিক এলাকা। খোলামেলা মন্দির চত্বর একপ্রকার কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে হাজার হাজার মানুষের সমাগমে মন্দির চত্বরে প্রবেশের জন্য রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তারাপীঠে পুজো দিতে এসে পুণ্যার্থীদের কষ্ট চাক্ষুষ করেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার মন্দির চত্বরের খোলামেলা পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করল টিআরডিএ। সেই মতো মন্দিরের অফিস থেকে মায়ের গর্ভগৃহের

পিছনে পাঁচটি প্রাচীন ভোগঘর ও মন্দিরের লাগোয়া সমস্ত দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে। জোরকদমে চলছে আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরির কাজ। সুকুমারবাবু বলেন, ভোগঘর অফিস ও পুণ্যার্থীদের লাইন আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকবে। গর্ভগৃহের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে থাকা বেশ কিছু দোকানদারকে আন্ডারগ্রাউন্ডে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। মন্দির চত্বরে ভোগ খাওয়ানোর দ্বিতল ভবনটি ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে মন্দিরের চারিদিকে ১০ ফুট করে জায়গা বাড়বে। তাতে পুণ্যার্থীরা খোলামেলা পরিবেশ পাবে। মন্দির চত্বরে গাছ ও আলো দিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। এছাড়া গর্ভগৃহের আরও একটি দরজা করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে কলকাতার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। তাঁদের অনুমতি মেলার পরই দরজা করার কাজ শুরু হবে। মায়ের মন্দির দেখার জন্য হুড়োহুড়ি করতে হবে না। দূর থেকে মায়ের মন্দিরের দর্শন পাবেন ভক্তরা। টিআরডিএ-এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বর্তমানে তারাপীঠ আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তারাপীঠ মন্দির সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হলে আরও পুণ্যার্থীর ঢল নামবে এই সাধনস্থলে।

আলিপুরদুয়ারের রায়মাটাং চা বাগানে ছাত্রী নিখোঁজ, পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি থানার অন্তর্গত রায়মাটাং চা বাগানের বাসিন্দা দশম শ্রেণির এক ছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত ১লা নভেম্বর সকালে স্কুলে যায় কালচিনি হিন্দি হাইস্কুলের ওই ছাত্রীটি। কিন্তু আর বাড়ি ফেরে নি। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুজির পরও তাকে পাওয়া যায় নি। ছাত্রীর পরিবারের ধারণা মেয়ে নারী পাচারচক্রের খপ্পরে পড়তে পারে। কারণ ইদানিং চা বাগান এলাকায় নারী পাচার প্রচুর সংখ্যায় হচ্ছে। বেশ কিছু দিন আগেই এক নারীপাচারকারী সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ফলে পাচার হয়ে যাবার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এনিয়ে তারা কালচিনি থানায় সন্দেহভাজন একজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছে। পুলিশ সুপার আভারু রবীন্দ্রনাথন বলেন, ''রায়মাটাং চা বাগান থেকে এক ছাত্রী নিখোঁজ হয়েছে। ছাত্রীটিকে উদ্ধারের সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।''

ফরাক্কায় ট্রেনে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব

গত ১৯শে নভেম্বর ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ফারাক্কা স্টেশনে এলে এস-৫ কামরায় পাঁচজন মুসলিম যুবক ওঠে। টিকিট চেকার তাদের কাছে টিকিট চাইলে তারা রিজারভেশনের বৈধ টিকিট দেখাতে পারেনি। তখন চেকার তাদের এস-৫ থেকে নেমে জেনারেল কামরায় উঠতে বলে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যুবকেরা। তারা জঘন্য ভাষায় টিকিট চেকারকে গালিগালাজ করে এবং মারধোর করে বলে অভিযোগ। কামরায় উপস্থিত সকলেই ভয়ে কুঁকড়ে গেলে অঙ্কন রায় নামক এক যুবক এর প্রতিবাদ করে। সঙ্গে এগিয়ে আসে তার ছাত্র। যুবকের দল জানত না অঙ্কন মার্শাল আর্ট জানে। তারা অঙ্কন ও তাঁর ছাত্রের উপর চড়াও হলে দুজনে মিলে ঐ পাঁচ যুবককে বেধরক মার মারে। তাদেরকে আটকে রেখে পরবর্তী স্টেশনে জি.আর.পি.-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরজন্যে প্রায় তিন ঘন্টা লেটে ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছায়।

হিন্দুর স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেল যুবক

নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বাথনা গ্রামের (পো ঃ ঘোড়ালিয়া) বাসিন্দা মাধব সরকার। গত ১০ই নভেম্বর সকালে মাধববাবুর স্ত্রী রাখী সরকার সামনের দোকানে বেরিয়ে আর ফেরেননি। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় কুমুদপুর গ্রামের মুসলিম যুবক মকবুল সেখ তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। শান্তিপুর থানায় এ ব্যাপারে মাধব সরকার লিখিত অভিযোগ জানালে সামান্য একটা জি.ডি.ই. (জি.ডি.ই. নম্বর ঃ ৬৫৬) করে ছেড়ে দেয়। মাধব সরকারের অভিযোগে পুলিশ তেমনভাবে কোনো খোঁজখবরই করে নি। খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির নদীয়া জেলার প্রমুখ কর্মী দীপক সান্যাল মাধব বাবুর বাড়ি যান। অভিযোগ পুলিশ দীপক সান্যালকে কোনোরকম পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। তা সত্ত্বেও তিনি ঐ অঞ্চলে মিটিং করেন এবং রাখী সরকারকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশকে চাপ দেন।

হিন্দুর সংহতির কর্মীর প্রচেষ্টায় নাবালিকা উদ্ধার

গত ১২ই নভেম্বর হিন্দু সংহতির কলকাতার কর্মী মিটিং সেরে ফিরছিলেন মিঠুন হাটুই। মিঠুনের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সালার থানার দক্ষিণখন্ডে। সরাসরি ট্রেন না থাকায় সে কাটোয়া স্টেশনে নামে। লোকাল ট্রেন দেরীতে থাকায় একটা দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল মিঠুন। তখন রাত ৮টা বাজে। সেই সময়ে সে শুনতে পায় একটি মাঝবয়সি মুসলমানে লোকের সঙ্গে একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ের তর্ক হচ্ছে। মেয়েটি বলছে, ''আমি এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠব কেন? আমার গ্রামে তো এক্সপ্রেস দাঁড়ায় না।'' মিঠুন সন্দেহবশতঃ এগিয়ে গিয়েমেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করতে আসল রহস্য ফাঁস হয়। মেয়েটি তার মাসির বাড়ি সালার থানার টিয়া গ্রামে যাচ্ছিল।কিন্তু তার কাকা ভুল করে অন্য ট্রেনে তুলে দেওয়াতে সে অন্য দিকে চলে গিয়েছিল। তারপরে টি.টি.-এর সাহায্য নিয়ে ব্যান্ডেল থেকে কাটোয়া লোকালে কাটোয়া আসে। এই কাটোয়া লোকালে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মুসলিম লোকটি এগিয়ে এসে মেয়েটিকে বলে তারও বাড়ি টিয়া গ্রামে, সে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। কিন্তু কাটোয়া স্টেশনে নামার পর মুসলিম লোকটি মেয়েটাকে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরার জন্য জোর করতে থাকে। তখনই মেয়েটির চিৎকারে মিঠুন এগিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে মুসলিম ছেলেটি মেয়েটিকে জোর করে তার বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে। সব শুনে সংহতি কর্মী মিঠুন লোকটির অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। কিডন্যাপার বলে তার কলার চেপে ধরলে আসেপাশের দোকানদার ও স্টেশনের লোকজন জড়ো হয়ে যায়। মিঠুন চড়-চাপড় মারতে সকলে মিলে লোকটিকে পেটাতে শুরু করে। জি.আর.পি. এলে মেয়েটি সমস্ত কথা তাদের খুলে বলে। রেল পুলিশও মারতে মারতে লোকটিকে থানায় নিয়ে যায়। ফোন করে মেয়েটির দাদাকে ডেকে মেয়েটিকে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। হিন্দু সংহতি কর্মী মিঠুনের প্রচেষ্টায় অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল এক হিন্দু কিশোরী।

মালদায় আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৫ ডাকাত গ্রেপ্তার

ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল পুলিশ। ডাকাতির আগেই পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার ৫ জনের ডাকাতদল। উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধারালো অস্ত্র। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গত ৮ই নভেম্বর অমৃতির বানিয়াজলা এলাকা থেকে ধৃতদের গ্রেপ্তার করে মালদার মিল্কী ফাঁড়ির পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতরা হলেন আলাউদ্দিন শেখ(৩১), রফিক শেখ(২১), গোলাম নবি(৩০)। এই তিন দুষ্কৃতি ঝাড়খন্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। এছাড়া অপর ধৃতরা আজিজুর রহমান(৩০) মোথাবাড়ি থানার বাঙ্গীটোলা এলাকার বাসিন্দা এবং কুদ্দুস শেখ ইংরেজবাজার থানার বাসিন্দা। ধৃতদের হেফাজত থেকে পুলিশ দুটি পাইপ গান, দুই রাউন্ড কার্তুজ সহ বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান ধৃতরা আমৃতি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যেই জড়ো হয়েছিল। তবে তার আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

ছাত্রীকে কোপানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার কাজী পাপ্পু শেখ

কলেজ ছাত্রী পাত্তা না দেওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কলেজ ছাত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপালো এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৫ই নভেম্বর, বুধবার সন্ধ্যায় মধ্যমগ্রামের বিবেকানন্দ নগর এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে জখম ছাত্রীকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এদিকে, পুলিশ গতকাল ১৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার দেগঙ্গা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তারও করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম কাজী পাপ্পু শেখ। ধৃত যুবক জেরায় অপরাধের কথা কবুল করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই কলেজ ছাত্রীর বাড়ি দেগঙ্গার ইয়াজপুর এলাকায়। তিনি প্রথম বর্ষের কলেজ ছাত্রী। ইয়াজপুর এলাকাতেই পাপ্পুর বাড়ি। গত ১৮জুলাই নিখোঁজ হয়ে যান ওই ছাত্রী। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে পরদিন ১৯জুলাই ছাত্রীর পরিবারের লোকজন দেগঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। বিষয়টি নিয়ে হইচই হতেই গত ২১জুলাই এক ব্যক্তি ওই ছাত্রীকে থানায় দিয়ে যায়। পরে জানা যায়, ওই ব্যক্তি পাপ্পুর দাদা। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, পাপ্পু তাঁদের মেয়েকে উত্যক্ত করত। জোর করে প্রেম করার চেষ্টা করত। পাপ্পুই তাঁকে অপহরণ করেছিল। পরে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ছাত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে।

এদিকে, এই ঘটনার পর ছাত্রীর বাড়ির লোকজন আতঙ্কে ছিলেন। পুনরায় যাতে এই ঘটনা না ঘটে তার জন্য তাঁকে মধ্যমগ্রামের দিকবেড়িয়া এলাকার মাসির বাড়িতে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকেই তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় তিনি টিউশন পড়ে মাসির বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গে এক বান্ধবীও ছিলেন। অভিযোগ, বিবেকানন্দ নগর এলাকায় হঠাৎ পাপ্পু এসে হাজির হয়। সে তাঁদের পথ আটকায়। ওই কলেজ ছাত্রী তাকে সরে যেতে বলে। তার পরই আচমকা সে ধারালো অস্ত্র বের করে ওই ছাত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপায়। তিনি এবং তাঁর বান্ধবী বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করেন। অস্ত্রের আঘাতে ওই ছাত্রী রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপরই ওই যুবক দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে, চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসেন। তাঁরা রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে মধ্যমগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। কিন্তু, অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে রাতেই আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পাপ্পুকে দেগঙ্গার সোহাই-শ্বেতপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেরায় সে পুলিশের কাছে দাবি করেছে, সে অপহরণের করেনি। সম্প্রতি, ওই ছাত্রী তাকে পাত্তা না দিয়ে অন্য এক ছাত্রের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল। সেই রাগেই সে তাঁকে খুন করার জন্য এই কান্ড ঘটিয়েছে। যদিও সে সত্যি বলছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগণার পুলিশ সুপার (উত্তর) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছি। সে অপরাধ কবুল করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রণয়ঘটিত কারণে এই ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দেশ-বিদেশের খবর

পুলওয়ামায় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে নিহত মাসুদ আজহারের ভাইপো তালহা রাশিদ

পাঠানকোট হামলায় সতীর্থদের মৃত্যুর বদলা নিল ভারতীয় সেনা। কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে নিকেশ হয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারের ভাইপো তালহা রাশিদসহ তিন জঙ্গি। শহিদ হয়েছেন এক জওয়ান। সেনা সূত্রে খবর, পুলওয়ামা জেলার কান্দি অগলার গ্রামে জঙ্গিদের একটি ডেরার সন্ধান দেন গোয়েন্দারা। তাঁরা জানান ওই ডেরায় রয়েছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারের ভাইপো তালহা রাশিদও। তারপরই দ্রুত ছকে ফেলা হয় অভিযানের নকশা। সোমবার রাতেই রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ ও পুলিশের একটি

যৌথবাহিনী গোপনে ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের ডেরা। জওয়ানদের উপস্থিতি বুঝতে পেরে হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। পাল্টা গুলি চালান জওয়ানরাও। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলা প্রবল গুলিযুদ্ধের পর নিকেশ হয় তিন জঙ্গি। তাদের মধ্যেই ছিল তালহা।

আল-কায়েদাকে আর্থিক মদত, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ফারুক মহম্মদের ২৭ বছরের জেল আমেরিকায়

আল-কায়েদাকে অর্থ ও সুবিধা প্রদান করা এবং বিচারককে হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য এক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারকে ২৭ বছরের জেলের সাজা দিল একটি মার্কিন আদালত।

আল-কায়েদাকে আর্থিক সহ বিভিন্ন উপাদান সহায়তা করার অভিযোগ ওঠে ইয়াইয়া ফারুখ মহম্মদ নামের ওই ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, জেলবন্দি থাকা অবস্থাতেই আল-কায়েদা নেতা আনোয়াল আল-আওলাকির সঙ্গে যোগসাজশ করে তার মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারককে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছে ইয়াইয়া।

গত জুলাই মাসে, ইয়াইয়ার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। সরকারি কৌঁসুলি জানান, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের অভিযোগে জেল বন্দি থাকা অবস্থাতেই মার্কিন জেলা বিচারক জ্যাক জুহারিকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল ইয়াইয়া। মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল জাস্টিন হার্ডম্যান জানান, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং সন্ত্রাসে মদত দেবে, তাদের তিন দশক কারাবাস ভোগ করতে হবে। এটাই মার্কিন আইন।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে তিন ভাইয়ের ইব্রাহিম জুবের মহম্মদ, আসিফ আহমেদ সেলিম এবং সুলতানে রুম সালিমের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয় ইয়াইয়া। সকলের বিরুদ্ধে অর্থ জোগাড় করে আল-আওলাকিকে মদত করার অভিযোগ ওঠে। মার্কিন প্রশাসন জানায়, আরব আমিরশাহিতে জন্ম নেওয়া ইয়াইয়া ২০০৯ সালে ইয়েমেনে আল-আওলাকির সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু, তাকে না পেয়ে ২২হাজার মার্কিন ডলার এক সহযোগীকে দিয়ে আসে। ২০১১ সালে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হয় আওলাকি। ইয়াইয়া দোষী সাব্যস্ত হলেও তার তিন ভাই এই মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়।

মুসলিম মহিলার যোগাসন শেখানোর বিরুদ্ধে ফতোয়া মৌলবির

যোগাসন শেখানো যাবে না। রাফিয়া নাজ নামের এক জনপ্রিয় যোগাসন শিক্ষিকাকে এমনই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল মুসলিম সংগঠনের এক মৌলবির বিরুদ্ধে। ঝাড়খন্ডের ওই যোগা শিক্ষিকা বাবা রামদেবের সঙ্গে একই মঞ্চে যোগাসন শেখান। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, যোগাসন শেখানো থামাতে তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছেন মুসলিম সমাজেরই একাংশ। হুমকি দেওয়া হচ্ছে অবিলম্বে যোগাসন শেখানো বন্ধ না করা হলে তাঁকে হত্যা করা হবে। মহিলাদের যোগাসন শেখানোর অনুমতি দেয় না ইসলাম, এই দাবিতে রাফিয়ার বিরুদ্ধে জারি হয়েছে ফতোয়া।

রাফিয়া তাঁর অভিযোগ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস ও মুখ্যসচিব সঞ্জয় কুমারের কাছে। প্রশাসনের নির্দেশ মতো রাফিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। রাঁচি পুলিশের এসএসপি কুলদীপ দ্বিবেদীর নির্দেশে পুলিশের একটি দলকে রাফিয়ার বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। এবার থেকে তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ এক মহিলা ও এক পুরুষ পুলিশকর্মী থাকবেন বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রাঁচির দোরান্দা এলাকার বাসিন্দা রাফিয়ার সংসারই চলে তাঁর যোগাসন শেখানোর অর্থে। স্থানীয় কলেজ থেকে এম.কম. পাশ করার পর থেকেই পরিবারের ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাফিয়া যোগাসন শিখিয়ে সংসার চালান।

যোগগুরু রামদেব সম্প্রতি ঝাড়খন্ডে এলে তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চে রাফিয়া যোগাসন শিখিয়েছেন। কিন্তু এখন ফতোয়া জারি হওয়ায় আতঙ্কে ভুগছেন রাফিয়া ও তাঁর পরিবার। ওই মুসলিম যোগাসন শিক্ষিকা বলছেন, ''মুসলিম সমাজ আমার যোগাসন শেখানো নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি তুলছিল। কিন্তু এবার রীতিমতো ফতোয়া জারি করে আমাকে প্রাণে ও ভাতে মারার পরিকল্পনা হচ্ছে।'' তাঁর আক্ষেপ, এমনিতেই তিনি মুসলিম বলে সমাজের অনেকেই তাঁদের সন্তানদের রাফিয়ার কাছে যোগাসন শেখাতে পাঠান না। এখন আবার ফতোয়া জারি হওয়ায় তাঁর ক্লাসে কেউই আসবেন না ভেবে সর্বক্ষণ আতঙ্কে রয়েছেন তিনি। তবে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি যোগাসন চালিয়ে যাবেন বলেও কড়া বার্তা দিয়েছেন এই শিক্ষিকা।

ছবির নাম হিন্দুবিরোধী, বাদ পড়লো চলচ্চিত্র উৎসব থেকে

নভেম্বরের শেষে গোয়ায় শুরু হবে ৪৮তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই)। তার আগে নতুন বিতর্ক। গোয়ায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ১৩ সদস্যের জুরি বোর্ড সনল কুমার শশীধরণের মালয়লাম ছবি 'এস দুর্গা' বাছাই করেছিল জুরি বোর্ড। কিন্তু ছবিটির নাম হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, তাই এই ছবিটিকে উৎসবে প্রদর্শিত ছবির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রথমে ছবিটির নাম ছিল 'সেক্সি দুর্গা'। কিন্তু সেন্সর বোর্ড আপত্তি করায় নাম কেটে দেন পরিচালক। আর এতেই যত বিপত্তি। বাঙালি পরিচালক সুজয় ঘোষ পদত্যাগ করেছেন জুরি বোর্ড থেকে। পরিচালক শশীধরণ মামলা করেছেন। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগকে আঘাত করার ত্রুটি রাখেন নি এই পরিচালক।

কুলগাঁওয়ে গুলির লড়াইয়ে হত এক জঙ্গি, মারা গেল এক জওয়ান

জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাঁওয়ে গতকাল ১৪ই নভেম্বর, মঙ্গলবার জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। গুলির লড়াইয়ে এক জঙ্গিরও মৃত্যু হয়েছে। সেনা সূত্রে খবর, কুলগাঁওয়ের নৌবাগ কুন্ডে দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে এক জওয়ান গুরুতর জখম হন। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সংঘর্ষের সময়ই এক জঙ্গি মারা যায়। স্থানীয় পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালেই নৌবাগকুন্ডের গ্রামটি ঘিরে ফেলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তল্লাশি অভিযান শুরু হতেই জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করে। নিরাপত্তারক্ষীরাও তার পাল্টা জবাব দেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলেছে বলেই জানা গিয়েছে। অপরদিকে, পুলওয়ামার ট্রাল এলাকার লাম গ্রামে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষের খবর মিলেছে। জঙ্গিদের একটি গোপন ডেরার সন্ধান পাওয়ার পরই দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়।

৩০০ কেজি বিস্ফোরক বহনকারী ''নির্ভয়'' ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করল ভারত

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম দূরপাল্লার সাব-সনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র 'নির্ভয়'-এর সফল উৎক্ষেপণ করল ভারত।

গত ৭ই নভেম্বর, মঙ্গলবার ওড়িশা উপকূলবর্তী চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জের (আইটিআর) তিন নম্বর লঞ্চ কমপ্লেক্স থেকে এই পরীক্ষা চালানো হয়। এদিনের উৎক্ষেপণ ধরে স্বদেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্রের পাঁচবার পরীক্ষা হল। এর আগে, ২০১৩ সাল থেকে চারবার পরীক্ষার মধ্যে একবারই তা সফল হয়েছিল।

এদিনের পরীক্ষাকে সফল বলে দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও-এর তরফে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার প্রতিটি বিভাগে সাফল্যের সঙ্গে উতরেছে 'নির্ভয়'। ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার পর ডিআরডিও-কে অভিনন্দন জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

প্রসঙ্গত, 'নির্ভয়' ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা প্রায় একহাজার কিলোমিটার। এটি ৩০০কেজি বিস্ফোরক বহনে সক্ষম। এর ওজন প্রায় ১৫০০ কেজি। ক্ষেপণাস্ত্রটির গতি ০.৭ ম্যাক (শব্দের গতি)। শত্রু-রেডার এড়াতে এটি ভূমি থেকে মাত্র ১০০ মিটার উচ্চতায় উড়তে সক্ষম।

এই মিসাইল পরীক্ষা সফল হওয়ায় ডিআরডিও-এর বিজ্ঞানীদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পাঞ্জাবের হিন্দু নেতাদের খুনের পিছনে আইএসআই ষড়যন্ত্র

জেল থেকে চলছিল অপারেশন। ঠিক হয়েছিল টার্গেট। পরিকল্পনা মতো একাধিক হিন্দুত্ববাদী নেতাকে খুন করা হয়েছে। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর মদতে চলছে এই হত্যা পরিকল্পনা। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিল পাঞ্জাব পুলিশ।

হিন্দুত্ববাদী নেতাদের খুনে জড়িতদের চিহ্নিত করতে পেরেছে পাঞ্জাব পুলিশ। এই সাফল্যে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। গত বিধানসভা নির্বাচনে পাঞ্জাবে জয়ী হয় কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ধর্মীয় উস্কানি ছড়িয়ে দিতে চাইছে আইএসআই। সীমান্তের ওপারে থেকেই পাঞ্জাবের মাটিতে চালানো হচ্ছে গুপ্তহত্যা।

গত একবছরে পাঞ্জাবে খুন করা হয় বেশ কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী নেতাকে। নিহতদের নাম অমিত আরোরা, শিবসেনা নেতা দুর্গাদাস গুপ্তা, আরএসএস নেতা জগদীশ গগতেজা ও রবিন্দর গোঁসাই এবং শ্রী হিন্দু তথতের প্রধান অমিত শর্মা।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পুলিশ জানতে পারে, খুনের পিছলে জড়িত স্থানীয় একটি দুষ্কৃতিচক্র। এই দুষ্কৃতিদের মদত দিয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। তদন্তে উঠে এসেছে, বিভিন্ন জেলে বন্দি থাকা দুষ্কৃতিদের বহু টাকার বিনিময়ে সুপারি দিয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা। গোপনে সেই টাকা পৌঁছে গিয়েছে নির্দিষ্ট স্থানে। এরপরই জেল থেকে খুনের ছক করা হয়েছিল।

কেরলের ১০০ তরুণের আইসিসে যোগদান

কেরলের ১০০ তরুণ আইসিসে যোগ দিয়েছেন বলে কেরল পুলিশ জানিয়েছেন। এমনটাই দাবি করল সেই রাজ্যের পুলিশ। জানা গিয়েছে, কেরল থেকে সারা দেশে আইসিসের নেটওয়ার্ক ছড়াতে শুরু করে। গত এক বছরে কেরল থেকে ২১জন তরুণ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এর জেরে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। তদন্তে দেখা যায়, কেরলের কাসারগড় ও পালাক্কাড জেলা থেকে পালানো তরুণরা যোগ দিয়েছে জঙ্গি সংগঠন আইসিসে।

সম্প্রতি এ নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে কমপক্ষে ১০০ তরুণের আইসিসে যোগদানের বিষয়টি নজরে আসে পুলিশের। তাঁদের দাবির সমর্থনে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রামের মেসেজসহ ৩০০ ভয়েস ক্লিপও জোগাড় করেছে পুলিশ।

কিছুদিন আগেই এক মহিলার একটি অডিও ক্লিপ হাতে এসেছে কেরল পুলিশের। সেখানে ওই মহিলা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর দিচ্ছে অন্য এক আত্মীয়কে। অডিও ক্লিপে ওই মহিলা বলছেন তাঁর

স্বামী জিহাদ করতে গিয়ে মারা গেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর দুই সন্তান এখনও সিরিয়ায় রয়েছে বলে ওই মহিলা জানিয়েছেন।

পুলিশের হাতে এসেছে কায়ুম নামে আরও এক যুবকের অডিও ক্লিপ। তার কথার সূত্র ধরে আরও ৩ যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, কেরলের ওই তিন যুবক সিরিয়ায় গিয়েছিল। সেখানে তারা জঙ্গি প্রশিক্ষণও নিয়েছে। পুলিশ তাদের সিরিয়ায় যাওয়ার টিকিট, ভিসার ফোটোকপি . উদ্ধার করেছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

ফেসবুকে ধর্ম-অবমাননার জেরে রংপুরে হিন্দুরা আক্রান্ত, বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

রংপুর সদর উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নের ঠাকুরপাড়ায় টিটু চন্দ্র নামের এক ব্যক্তির ফেসবুক আইডি থেকে ধর্মীয় অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষুব্ধ মুসলিমরা ওই এলাকার কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে।

জানা যায়, গত ১০ই নভেম্বর, শুক্রবার জুমার নামাজের পর বিক্ষুব্ধ মুসলিমরা এক জোট হয়ে ইউনিয়নের পাগলাপীর বাজারে মানববন্ধন শুরু করেন। ওই কর্মসূচিতে সম্মতি জানিয়ে আস্পোশের কয়েক হাজার মুসলিম ওই এলাকায় জড়ো হন। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ মুসলিমরা ঠাকুরপাড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং সেখানের তিনটি হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটায়। এ ঘটনায় পুলিশ তাদের বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় সংঘর্ষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শতাধিক রাউন্ড রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এতে পুলিশসহ অন্তত ১০ জন আহত হন।

আহতদের রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটলাস্থল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সার্কেল-এ) সাইফুর রহমান জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, পুলিশ কাজ করছে।

ধর্মান্তরিত জবা সরকারের মর্মান্তিক মৃত্যু

বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার মাধপুরে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করার ৬মাসের মাথায় ৫মাস অন্তসত্ত্বা গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গত ১০ই নভেম্বর, শুক্রবার সকালে মাধপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ মর্গে প্রেরণ করে। সে উপজেলার আদা ইউনিয়নের আলুয়াপাড়ার অটোরিক্সাচালক মারুফ মিয়ার স্ত্রী খাদিজা আক্তার(২০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৬মাস আগে উপজেলার দূর্গাপুর গ্রামের নিরোধ সরকারের মেয়ে জবা রাণী সরকার ভালোবেসে ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে করেন একই উপজেলার আলুয়াপাড়ার মৃত শাহিদ মিয়ার ছেলে মারুফ মিয়াকে। বিয়ের পর জবা রাণীর স্বামীর বাড়ির লোকজন তার নতুন নাম দেয় খাদিজা আক্তার। এর মধ্যে খাদিজা আক্তার ৫মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে মাধপুর থানার এসআই মণিরুল ইসলাম আলোর বলেন, নিহতের শাশুড়ি থানায় এসে বিষয়টি অবগত করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। তিনি বলেন, মৃত্যুর কোন কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায় নি।

ফেসবুকে হিন্দুবিদ্বেষ ছড়ানোর মূল কারিগর খুলনার হামিদী

যে স্ট্যাটাসটি নিয়ে রংপুরে তুলকালাম কান্ড হল, লাশ পড়লো, পুড়ল ১০ সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর তা প্রথমটি পোস্ট দেন খুলনার 'মাও. আসাদুল্লাহ হামিদী'। গত ১৮ অক্টোবর তিনি স্পর্শকাতর স্ট্যাটাসটি দেন এবং গতকাল পর্যন্ত ৮৭ জন ফেসবুক ব্যবহারকারী তাদের ওয়ালে এর শেয়ার করেছেন যাদের একজন রংপুরের 'এমডি টিটু'। টিটুর নামে শেয়ার দেওয়া হয় ১৯ অক্টোবর। আসাদুল্লাহ হামিদী স্ট্যাটাস দেওয়ার কথা কালের কণ্ঠ'র কাছে স্বীকারও করেছেন। তিনি ফেসবুকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন ঃ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দিঘলিয়া উপজেলার সভাপতি এবং খুলনা জেলার সহসাংগঠনিক সম্পাদক।

ফেসবুকে আসাদুল্লাহ হামিদীর স্ট্যাটাসের নিচে আবুল কাশেম নামের একজন মন্তব্য করেন, ''আপনি ওই জানোয়ারের কার্টুন ও লেখা পোস্ট করেছেন। এতে মুসলিম সমাজের যতটা উপকার হচ্ছে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে। দয়া করে এটি মুছে ফেলুন।'' কিন্তু আসাদুল্লাহ হামিদী ওই প্রতিবাদ ও পরামর্শ আমলে নেননি।

বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার পলাতক আসামি আল আমিন ভারতে আছে বলে তার বাবা মনে করেন

বাংলাদেশে বহুল আলোচিত বিশ্বজিৎ হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের একজন মাদারীপুরের আল আমিন শেখ। পলাতক এই আসামি এখন কলকাতায় অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার ইশিবপুর ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রামের আক্কাস আলী শেখের ছেলে আল-আমিন।

সাতবাড়িয়া গ্রামের পাশের গ্রাম হাসানকান্দির এক বাসিন্দার সম্প্রতি কলকাতায় ঘুরতে গিয়ে আল-আমিনের সঙ্গে দেখা হয়। এরপর গ্রামে ফিরে এসে তিনি এলাকাবাসীকে বিষয়টি জানান। আল-আমিনের ব্যাপারে তার বাবা আক্কাস আলী বলেন, ''আমার ছেলে কোথায় আছে, তা জানি না।'' তবে তার সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়েছে। মোবাইলে যে নম্বর দিয়ে কথা বলে তা বিদেশি নম্বর। তবে তা কোন দেশের নম্বর তা জানি না।'' স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আল-আমিনের পরিবার খুবই দরিদ্র। এলাকায় সে মেধাবী হিসাবেই পরিচিত ছিল। এলাকার লোকজন তাকে তেমন একটা চেনেও না। বিশ্বজিৎ হত্যাকান্ডের পর আল-আমিন একবার গ্রামে আসে। এরপর তাকে আর দেখা যায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানায়, আল-আমিন কলকাতায় আছে। সে কলকাতার সিটি সেন্টার নামে একটি শপিংমলে চাকরি করে। সাতবাড়িয়া এলাকার মেম্বার শাখাওয়াত হোসেন জানান, আল-আমিন বিদেশে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কোন দেশে আছে তা কেউ নিশ্চিত জানে না।

হিন্দুদের হুমকির ঘটনা বাংলাদেশের পিরোজপুর সদর উপজেলায়, বহু হিন্দু এলাকাছাড়া

পিরোজপুর সদর উপজেলার সিকদার মল্লিক ইউনিয়নের দক্ষিণ সিকদার মল্লিক গ্রামের বাসিন্দা দেবাশীষ মাঝি গত ৪জুন ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের পর থেকে ঘরছাড়া। এলাকায় নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানের লোকজন তাকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অজ্ঞাত স্থানে বসে মুখোমুখি আলাপচারিতায় দেবাশীষবাবু বলেন, ''ভোটের পর একদিনও বাড়িতে ঘুমাইনি। মা বলছে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচে থাক। তাহলে কী আমরা এ দেশে থাকতে পারব না?''

একই প্রশ্ন করেছেন ওই ইউনিয়নের কৃষ্ণেন্দু হালদার, সন্তোষ বৈরাগী, নয়ন মাঝি, রিপন মন্ডলসহ আরও অনেকে। এই ইউনিয়নের অনেকে বলছেন, ৪জুন সর্বশেষ দফা ইউপি নির্বাচন আতঙ্ক হয়ে এসেছে হিন্দু অধ্যুষিত সাতটি গ্রামে। নির্বাচনের পর থেকে গত তিন সপ্তাহে অর্ধশত হিন্দু ব্যাক্তি হুমকি ও মারধোরের শিকার হয়েছেন। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ভয়ে এলাকাছাড়া।

সিকদার মল্লিক ইউনিয়নের নির্বাচনে নৌকা প্রতীক পান সদ্য ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য হওয়া শহীদুল ইসলাম। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান সিকদার ছিলেন বিদ্রোহী প্রার্থী। হিন্দুরা জানান, নির্বাচনে শহীদুল চেয়ারম্যান হলেও হিন্দু অধ্যুষিত ১,২,৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কামরুজ্জামান জয়ী হন। এরপর থেকেই এই চার ওয়ার্ডের সিকদার মল্লিক, দক্ষিণ সিকদার মল্লিক, নন্দীপাড়া, উত্তর গাবতলা, দক্ষিণ গাবতলা, জুজখোলা ও পূর্ব জুজখোলা গ্রামে হিন্দুদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

উপজেলা ও ইউনিয়নের হিন্দু নেতারা বলছেন, শহীদুলের বাবা রফিকুল ইসমাল ওরফে রুনুও দুবার এই ইউপির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচপাড়া বাজারের কালীমন্দিরের জায়গা দখলসহ হিন্দু ব্যক্তিদের নির্যাতনের অভিযোগ আছে। এসব কারণেই হিন্দুদের একটি বড় অংশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী কামরুজ্জামানকে ভোট দেন। তারপরই হিন্দুদের উপর নেমে আসে অত্যাচার। পিরোজপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিমল চন্দ্র মন্ডল বলেন, ''সিকদার মল্লিক ইউনিয়নের হিন্দু লোকজন গত তিন সপ্তাহে হামলা, হুমকি, মারধরের ১০৯টি ঘটনার কথা আমাকে জানিয়েছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছি।''

পরাজিত প্রার্থী কামরুজ্জামান সিকদার বলেন, ''১,২,৩ ও ৪ এই চারটি ওয়ার্ডই হিন্দু অধ্যুষিত। এর প্রত্যেকটায় আমি জয়ী হয়েছি। কিন্তু বাকী পাঁচটি ইউনিয়নে শহীদুল জয়ী হন। হিন্দুরা কেন আমাকে ভোট দিল, সে কারণেই নির্বাচনের দিন থেকেই হিন্দুদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।''

এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ৪জুন নির্বাচনের দিন হামলার শিকার হন সিকদার মল্লিক গ্রামের সন্তোষ বৈরাগী। সন্ধ্যায় গাবতলা স্কুলের কাছেই চিত্ত বড়াল, রতন খাঁ, শচীন শিকদার ও প্রবীন মন্ডলকে মারধর করা হয়। এ ছাড়া সিকদার মল্লিক গ্রামের অমূল্য মিস্ত্রির বাড়িতেও হামলা হয়। এসব ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে ওই রাতেই এলাকার কয়েকটি হিন্দু পরিবার বাড়ি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বাগান ও মাছের ঘেরে আশ্রয় নেয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন জানান, নির্বাচনের পরদিন ৫ জুন দক্ষিণ গাবতলা গ্রামের আকুল মিস্ত্রি, কুমুদ মাঝি, সোনা মিস্ত্রি ও অসীম মাঝিকে হুমকি দেওয়া হয়। এছাড়া ৬ জুন ভবতোষ মন্ডল, ৭ জুন নির্ঝর মন্ডলকে হুমকি দেওয়া হয়। ২০ জুন জুজখোলা মিরুয়া গ্রামের হ্যাপি ঘরামির কাপড়ের দোকান দখল করে ক্লাব করতে যায় চেয়ারম্যানের লোকজন। বাধা দিলে হ্যাপি ও তাঁর স্বামী বিমল ঘরামিকে মারধর করা হয়।

পিরোজপুর সদর থানার ওসি এস এম মাসুদ উজ জামান গতকাল বলেন, ''সুনির্দিষ্ট কোনো লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।'' নির্যাতন ও হুমকির অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে শহীদুল ইসলাম এসব ভিত্তিহীন বলে দাবী করেন। তাঁর ভাষ্য, ''এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে।''

বাংলাদেশীদের ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি হচ্ছে মুর্শিদাবাদে

ভারতীয়দের নাগরিকত্বের জাল নথি দিয়ে পাসপোর্ট হাতিয়ে বাংলাদেশীদের পাঠাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। এক বাংলাদেশীসহ ১১জনকে গ্রেপ্তার করার পর এমনই তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ। তাদের সন্দেহ, ওই চক্রের সঙ্গে কোনও জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশ সুপার মুকেশ কুমার বলেন, ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার বহরমপুর শহরের বাঞ্জেটিয়া এলাকায় পাসপোর্ট অফিস চত্বর থেকে এক বাংলাদেশীসহ সাতজনকে পুলিশ আটক করে। তাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে গোরাবাজার ও শেয়ালমারা এলাকা থেকে পুলিশ আরও চারজনকে আটক করে। তারপর তাদের গ্রেপ্তার করে শুক্রবার আদালতে তোলা হয়। আদালতের নির্দেশে ধৃতরা এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশীরা এপারে আসে। তারপর তাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের যাবতীয় নথি তৈরি করে দেয় কয়েকজন পাসপোর্ট দালাল। সেই জাল নথির মাধ্যমে পাসপোর্টের আবেদন করে ওই বাংলাদেশীরা। ধৃত দালালদের কাছ থেকে জাল রেশনকার্ড, আধার কার্ড, সচিত্র ভোটার কার্ড, রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, বয়সের প্রমাণপত্র প্রভৃতি উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া কম্পিউটার, প্রিন্টার, সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের সিল ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ, জাল ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি নিয়ে বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট বের করে দিচ্ছে পাসপোর্টের দালালরা।

বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে বোল্লাকালি মেলায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশী

বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট করে এসে বোল্লাকালি মেলায় পকেট কাটতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল মনিউর ইসলাম নামে এক ব্যক্তি। বাড়ি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায়। এছাড়াও এদিন ভিন জেলা থেকে আগত একাধিক মহিলা, পুরুষসহ ছোট ছেলেমেয়েদের একই অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল ১০ই নভেম্বর, সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বোল্লাকালী মেলায় কেপমারির অভিযোগে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনকী বাংলাদেশ থেকে বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে ঢুকে বোল্লাকালীর মেলায় কেপমারি করতে গিয়ে একজন ধরা পড়েছে। এই ঘটনা পুলিশ মহলে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এলাকায় যথেষ্ট পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার হিন্দু সংহতির কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো দুর্গাপুরের রাজেন্দ্রভবনে

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বিরোধী পরিবেশে হিন্দু সংহতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে চলেছে। এবার তা'র আঁচ পাওয়া গেল পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও। এই জেলার হিন্দু সংহতির কর্মীদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো গত ১০ই ডিসেম্বর, রবিবার দুর্গাপুরের রাজেন্দ্রভবনে। জেলার কোনা কোনা থেকে কর্মীরা উপস্থিত হয়েছিল এই সম্মেলনে। উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় এবং সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয়। দুর্গাপুর মেনগেট থেকে প্রায় ৩০০ কর্মী বাইক মিছিল করে তপন ঘোষ মহাশয় এবং দেবতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সভাস্থলে নিয়ে আসে। তারপর সভার কাজ শুরু হয়। এছাড়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সহ সম্পাদক ও বর্ধমান জেলার পর্যবেক্ষক শ্রী সুজিত মাইতি মহাশয় এবং অন্যতম সহ সম্পাদক শ্রী বিশ্বজিৎ মজুমদার মহাশয়। এই সভায় প্রায় ৭০০ কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরে আদিবাসী মহিলাকে অপমানজনক মন্তব্যের জেরে ভাঙচুর টিএমসির কার্যালয়ে

দুর্গাপুরে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পলাশডিহা এলাকায় গত ১১ই নভেম্বর, শনিবার রাতে আদিবাসী মহিলাকে অশ্লীল মন্তব্যের অভিযোগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূলের কার্য্যালয়ে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় তৃণমূল কর্মীসহ বেশ কয়েকজন আদিবাসী মহিলা জখম হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল মুর্মু বলেন, এদিন স্থানীয় এক আদিবাসী মহিলা কাজ চাইতে পার্টী অফিসে যান। ওই মহিলাকে পার্টীর এক সদস্য আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এরপরে ওই মহিলা এসে পরিবারের সদস্যদের জানান। স্থানীয় বাসিন্দারা এর বিচার চাইতে ওই পার্টী অফিসে স্থানীয় কাউন্সিলারের সঙ্গে আলোচনা করতে যান। আলোচনা শেষে কাউন্সিলার চলে যাওয়ার পরে বাকি কয়েকজন সদস্য ওই প্রতিনিধিদলের উপর চড়াও হয়। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই ডাকাত গ্রেপ্তার আসামের হাইলাকান্দিতে

এক অভিযান চালিয়ে ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে হাইলাকান্দি পুলিশ। ধৃত দুই কুখ্যাত ডাকাত গিয়াসউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ এবং রহিমউদ্দিন চৌধুরি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে হাইলাকান্দির রামনাথপুর থানার পুলিশ জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তের বরুণছড়া গ্রামে হানা দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। গ্রামের নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক স্থান থেকে জেলা ও সংলগ্ন এলাকার ত্রাস গিয়াসউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ ও রহিমউদ্দিন চৌধুরি নামের দুই ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রথমে তাদের আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাদের হেফাজত থেকে তিনটি বন্দুক ও তিনটি রিভলবার সমেত চার রাউন্ড সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছেন অভিযানকারীরা।

রামনাথপুর থানার ওসি মুকুট হাজারিকা তথ্য দিয়ে জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। জেলার ডাকাত সর্দার এবং তার সাকরেদের ধরতে তদন্তের পাশাপাশি শীঘ্রই পুলিশ অভিযান চালাবে বলে জানিয়েছেন মুকুট হাজারিকা।

ব্যারাকপুর মসজিদ মোড়ে বোনের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত দাদা

বোনকে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হল এক যুবক। গত ১০ই নভেম্বর, রাত ১০-৩০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুরের মসজিদ মোড়ের কাছে। টিউশন শেষ করে দাদার সঙ্গে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল এক কিশোরী। ঠিক সেই সময় বাইক নিয়ে তিন দুষ্কৃতি তাদের পিছু নেয়। ওই কিশোরীকে নানারকমের কটূক্তি করতে থাকে দুষ্কৃতিরা। সেই সময় বোনের সম্মান বাঁচাতে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় দাদা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মত্ত অবস্থায় থাকা দুষ্কৃতিরা কিশোরীর দাদার ওপরে চড়াও হয়ে তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। এমনকী ওই কিশোরীকেও মারধর করা হয়। তাতে ওই কিশোরীর দাদা আহত হয়। কিশোরীর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আসতে দেখে বাইক রেখেই পালায় দুষ্কৃতির দল। পরে আহত কিশোরী ও তার দাদাকে স্থানীয় বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেয় চিকিৎসকেরা। দুষ্কৃতিদের ধরতে গোটা এলাকা জুড়ে গভীর রাত থেকে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় গোটা ব্যারাকপুর জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি তাদের আসতে দেখেই চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতিদের দল। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিও ক্ষোভ উগরে দেয় তারা। আক্রান্ত কিশোরীর বয়ান অনুযায়ী ওই দুষ্কৃতিদের স্কেচ তৈরি করেছে পুলিশ।

শিয়ালদহ স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে "শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টার্মিনাস" করার আবেদন তপন ঘোষের

পশ্চিম বাংলার জিহাদ বিরোধী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন তপন ঘোষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অরাজনৈতিক হিন্দু সংগঠন হিন্দু সংহতি সেই ২০০৮ সাল থেকে গ্রাম বাংলার কোণায় কোণায় নির্যাতিত ও নিপীড়িত হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এবার তিনি শিয়ালদহ স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টার্মিনাস করার আবেদন জানালেন পশ্চিম-বাংলা ও দেশের মানুষের কাছে। এ নিয়ে অনলাইনে একটি স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানও চলছে। তাঁর এই আবেদনের কারণ সম্বন্ধে এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন যে এই বাংলায় যদি আজ হিন্দুরা বসবাস করতে পারছে তা শুধু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আন্দোলনের কারণে। তাছাড়া যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী শিয়ালদহ স্টেশনে এসে আশ্রয় নিতেন, তিনি তাদেরকে জল-খাবার জুগিয়েছেন। বারবার তিনি ছুটে গিয়েছেন সেই নিঃস্ব মানুষগুলোর সেবা করার জন্য। তাদের প্রতি নেহেরুর বৈষম্যের প্রতিবাদে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি ওই লক্ষ লক্ষ মানুষের মানবাধিকার রক্ষা করেছেন এবং সে জন্য তিনি তার প্রাণ পর্যন্তও বলিদান দিয়েছেন। তাই শ্যামাপ্রসাদকে যোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের নাম পরিবর্তনের এই দাবী।

ধর্মরক্ষায় মোবাইল ছেড়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিক হিন্দুরা, মত স্বামী নরেন্দ্রনাথ মহারাজের

প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু মন্দিরের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায় নানারকম হুমকির মুখে। তাহলে হাতে শুধু মোবাইল থেকে কী লাভ? বরং নিজেকে ও নিজের সম্প্রদায়কে বাঁচাতে অস্ত্র তুলে নিক হিন্দুরা, এমনটাই নিদান মাধবাচার্য আশ্রমের স্বামী নরেন্দ্রনাথের। এক ধর্মগুরু চাইছেন হিন্দুদেরও অন্তত চারটি করে সন্তান-সন্ততি হোক। কেন শুধু হিন্দুরা দুটি সন্তানের নিয়ম মানবে? যখন খ্রিস্টান বা মুসলিমদের কুড়িটা করে সন্তান! রবিবারের সকাল এহেন মন্তব্যে উত্তপ্ত করে তুলেছিলেন স্বামী গোবিন্দদেব গিরিজি মহারাজ। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের উত্তেজক মন্তব্য আর এক ধর্মগুরুর। স্বামী নরেন্দ্রনাথের সাফ যুক্তি, হিন্দুদের হাতে মোবাইল থেকে কোনো লাভ নেই। কী দরকার লক্ষ লক্ষ টাকার মোবাইলের? যখন সম্প্রদায় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, হিন্দু মন্দিরে আক্রমণ হচ্ছে, তখন মোবাইলের বদলে হাতে অস্ত্র থাকা উচিৎ। পরিষ্কারভাবেই তাঁর নিশানা মুসলিম সন্ত্রাসের প্রতি। তিনি অবশ্য মুসলিমদের নাম নেন নি। কিন্তু সংসদ হামলার প্রসঙ্গ তুলেই তা বুঝিয়ে

দিয়েছেন। তবে এহেন মন্তব্য কী হিংসায় ইন্ধন দেবে না? তাঁর যুক্তি, তিনি হিংসাকে সমর্থন করেন না। কিন্তু তাঁর মনে হয়, প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র থাকা দরকার। নিজের আত্মরক্ষার জন্যই তা প্রত্যেকের কাছে থাকা প্রয়োজন।

গোবিন্দদেবের বক্তব্যকেও সমর্থন করেছেন এই ধর্মগুরু। তাঁর যুক্তি, হিন্দুরা এই মুহূর্তে নানারকম হুমকির মুখে। সেই হিন্দু সম্প্রদায়ে শক্তি বৃদ্ধির জন্যই এ কথা বলেছেন গোবিন্দদেব। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি শুধু হিন্দুদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং গোবিন্দদেব যা বলেছেন, তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে তাঁরও।

মন্দিরবাজারে বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়ার পথে ধষণের শিকার হিন্দু যুবতী, গ্রেপ্তার লাল্টু গাজী

গত লক্ষ্মীপুজোর রাত্রে বান্ধবীর বাড়ি মন্দিরবাজারের মুলদিয়াতে যাবার জন্যে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত গোকুলপুরের হিন্দু তরুণী মুলদিয়া মোড়ে নামেন। সে সময় ওই তরুণীকে একা পেয়ে দুইজন মুসলিম যুবক পাশের কলাবাগানে টেনে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তার বান্ধবী তাকে আনতে আসে এবং তখন তরুণীটি সব কথা খুলে বলে তাদের। তাদের চিৎকারে এলাকার লোকেরা জড়ো হয়। দেখা যায় যে দুষ্কৃতিরা তাদের সাইকেলটি ফেলে গেছে। পাশে একটি মুসলিম বাড়ি আছে। সেই বাড়ির লোকেরা বলে যে সাইকেলটি তাদের। তখন উত্তেজিত জনতা ওই মুসলিমটিকে ধরে মারধর করে এবং তার বাড়ি ভাঙচুর করে। পাশের কয়েকটি মুসলিম বাড়িও ভাঙচুর করে তারা। ওই মুসলিমরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে মন্দিরবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ লাল্টু গাজীকে (পিতা-আবেদ আলী গাজী) গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে সে জেলে আছে। তবে বাড়িঘর ভাঙচুর করার অভিযোগে দুইজন হিন্দুর নামে কেস দায়ের হয়েছে। তাদের আগাম জামিন করানোর চেষ্টা করছে হিন্দু সংহতি।

৩০ বছর পর আসামে রাজত্ব করবে মুসলিমরা ঃ এআইইউডিএফ নেতা

এবার সরাসরি অসমিয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক তোপ দেগে অসমে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছেন প্রাক্তন এআইইউডিএফ বিধায়ক শাহ আলম। গোয়ালপাড়ায় এক দলীয় সভায় বলেন, ''অসমে ইতিমধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এক কোটিতে এসে পৌঁছেছে। অপেক্ষা করুন, আগামী ৩০ বছর পর আমরাই অসমকে শাসন করব। বহু নির্যাতন, হামলা সহ্য করেছি। এখন প্রত্যাক্রমণের সময়।'' তিনি আরও বলেন, ''হিমন্তবিশ্ব শর্মা দুই সন্তানের বেশি পরিবারের কাউকে চাকরী দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমরা এক সন্তান হলেও দেব না। হিন্দুদের ছেলেমেয়ে চার থেকে পাঁচটি। কিন্তু মনে রাখবেন, একেকজন মুসলমানের দশ বা তার বেশিও সন্তান। অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন।''

প্রসঙ্গত, শাহ আলম যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন মঞ্চে বসেছিলেন এআইইউডিএফ-এর প্রধান তথা ধুবরির সাংসদ বদরউদ্দিন আজমল। প্রাক্তন বিধায়কের বক্তব্যে বিব্রত বোধ করেছেন সাংসদ। এই বক্তব্যের জন্য বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা শাহ আলমের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। অনেকে শাহ আলমের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলায় গ্রেপ্তারের দাবী তুলেছেন।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686